গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
গাইবান্ধা
(সাধারণ শাখা)
www.gaibandha.gov.bd



অক্টোবর ২০২৬ মাসের জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. মো: মনিরুজ্জামান
জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা
তারিখ : ১৮ অক্টোবর ২০২৬ খ্রি.
সময় : সকাল ১০.০০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাইবান্ধা।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও সদস্য সচিব, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, গাইবান্ধা গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর জেলার দপ্তর/বিভাগভিত্তিক কার্যক্রমের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১। জেলা প্রশাসন, গাইবান্ধা।	(১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৯ মার্চ ২০২৬ তারিখের ০৪.০০.০০০০.০০০.৫১২.১৮.০০০ ৬.২২.৭৫ নং স্মারকে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে ১৪ মার্চ ২০২৬ তারিখ থেকে প্রতি শনিবার জনসাধারণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ডেঙ্গু মশার প্রকোপ না কমা পর্যন্ত স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র, বাসস্থান ও সংলগ্ন এলাকায় পরিচ্ছন্নতা এবং এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংসে বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়াও ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের ০৪.০০.০০০০.০০০. ৫১৪.৯৯.০০০৩. ২৩.৪২৬ নং স্মারকে আগামী তিন মাস অর্থাৎ ১২/১২/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রতি শনিবার ধারাবাহিকভাবে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেছেন।	(১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে প্রতি শনিবার মশার প্রকোপ না কমা পর্যন্ত স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র, বাসস্থান ও তৎসংলগ্ন এলাকায় পরিচ্ছন্ন এবং এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংসে বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখাসহ প্রতিবেদন প্রতি শনিবার দুপুর ২.০০ টার মধ্যে এ কার্যালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(১) সকল দপ্তর প্রধান, গাইবান্ধা। (২) উপপরিচালক স্থানীয় সরকার, গাইবান্ধা (৩) সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার গাইবান্ধা। (৪) সকল এনজিও প্রধান, গাইবান্ধা।
	(০২) জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভার কার্যপত্র প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	(০২) প্রতিমাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে সকল দপ্তরের কার্যপত্র প্রেরণ করতে হবে।	
	(০৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে উপজেলা সমন্বয় কমিটির সভা আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	(০৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সময় অনুযায়ী নিয়মিত উপজেলা সমন্বয় কমিটির সভা করতে হবে।	

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	(০৪) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সেবাসমূহ সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা/ অবহিতকরণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	(০৪) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সেবাসমূহ প্রচারের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
	(০৫) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৭ জুলাই ২০২৫ খ্রি. তারিখের ০৪.০০.০০০০.০০০.৫১২.১৮. ০০১৩.২২.২৫৯ নং স্মারকে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।	(০৫) বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনস্থ বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/ কোম্পাদনীসমূহের মাঠ পর্যায়ে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায় ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
	(০৬) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ৩০ জুলাই ২০২৫ খ্রি. তারিখের ০৪.০০.০০০০.০০০.৫১২.১৬. ০০০১.১৯.২৬০ নং স্মারকে সরকারি দপ্তরে প্রতি বুধবার সকাল ১০.০০ টা হতে ১২.০০ টা পর্যন্ত গণশুনানি গ্রহণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়	(০৬) সরকারি দপ্তরে প্রতি বুধবার সকাল ১০.০০ টা হতে ১২.০০ টা পর্যন্ত গণশুনানি গ্রহণসহ মাসিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	
	(০৭) বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের ১২ মে ২০২৬ তারিখের বিএসইসি/এফএলডি/পলিটি/বিবিধ/২০২৬-৩৪ নং স্মারেক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভায় 'বিনিয়োগ শিক্ষা ও নিরাপদ বিনিয়োগ সচেতনতা' বিষয়টি নিয়মিত এজেন্ডাভুক্ত করে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।	(০৭) উপজেলা পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভায় 'বিনিয়োগ শিক্ষা ও নিরাপদ বিনিয়োগ সচেতনতা' বিষয়টি এজেন্ডাভুক্ত করে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	
	(০৮) ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(০৮) ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ করতে হবে।	
	(১০) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের ০৪.০০.০০০০.০০০.৫১২.৮২.০০০৪.১৯.৩০৯ নং স্মারকে User Lead Acid Battery (ULAB) জনিত সীসা বিষক্রিয়া রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	(১০) User Lead Acid Battery (ULAB) জনিত সীসা বিষক্রিয়া রোধে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কারখানার বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	
	শারদীয় দুর্গাপূজা মন্ডপে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পূজা মন্ডপসমূহ পরিদর্শনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	শারদীয় দুর্গাপূজা মন্ডপে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পূজা মন্ডপ পরিদর্শনপূর্বক নির্ধারিত রেজিস্টারে মতামত লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং পূজা মনিটরিং কমিটির নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	
২। পুলিশ বিভাগ, গাইবান্ধা।	পুলিশ সুপার, গাইবান্ধার প্রতিনিধি সভায় জানান যে, জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিত সমুন্নত রাখাসহ পুলিশের সেবা প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সকল ইউনিটের পুলিশ কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, এনজিও, ছাত্র-	জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশ সদস্যদের সদা তৎপর থাকাসহ পুলিশিং সেবা প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রতিটি থানায় ওপেন হাউস ডে, কমিউনিটি পুলিশিং,	পুলিশ সুপার, গাইবান্ধা।

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	শিক্ষক, মসজিদ, মন্দির কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা, কমিউনিটি পুলিশিং, বিট পুলিশিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	বিট পুলিশিং সভার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	
৩। উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার গাইবান্ধা	উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, গাইবান্ধা জেলার জন্ম নিবন্ধনের (০-১ বছরের মধ্যে) লক্ষ্যমাত্রা- ৩,৯৯৫ জন, মৃত্যু নিবন্ধনের লক্ষ্যমাত্রা- ১,২৯২ জন। সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ মাসের জন্ম নিবন্ধন (০-১ বছরের মধ্যে) অর্জন -৩২৭১ জন এবং মৃত্যু নিবন্ধন - ৮৬০ জন। এক বছরের পর জন্ম নিবন্ধন ৭৬৩৪ জন এবং মৃত্যু নিবন্ধন-২১৭ জন। শতভাগ জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে সিভিল সার্জন, গাইবান্ধা ও উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, গাইবান্ধার সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে আলোচনা হয়।	(৩.১) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৩.২) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করতে হবে।	উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, গাইবান্ধা।
৪। জেলা পরিষদ , গাইবান্ধা।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, গাইবান্ধার প্রতিনিধি সভায় জানান যে, (১) সাঘাটা উপজেলার বোনারপাড়া অডিটোরিয়াম কাম মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বরাদ্দ ৫৮২.০০ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি- ৮৫%, (২) জেলা সদরে ১,০০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম কাম-মাল্টি পারপাস হল নির্মাণ কার্যক্রমের বরাদ্দ-২০.৩৭ কোটি টাকা। কিন্তু মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট দায়ের হওয়ায় বর্তমানে কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে, (৩) গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার মহিমাগঞ্জে একটি আধুনিক ডাকবাংলো নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বরাদ্দ ৩,৬৮,৩৫,৫৩০/-টাকা, কাজ চলমান। অগ্রগতি- ১০%, (৪) সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় একটি আধুনিক ডাকবাংলো নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বরাদ্দের পরিমাণ- ৩,৬৯,০১,৩২৮/- টাকা, অগ্রগতি- ৩০%, (৫) পলাশবাড়ী উপজেলা সদরে একটি আধুনিক ডাকবাংলো নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বরাদ্দ ৩,৭৪,৪৪,১৫৬/- টাকা। অগ্রগতি -৩০%। কার্যক্রম চলমান রয়েছে, (৬) সাদুল্লাপুর উপজেলা সদরে একটি আধুনিক ডাকবাংলো নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বরাদ্দ ২৩৩.৮০ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি- ৮০%, (৭) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপি (সাধারণ) খাতে বরাদ্দের পরিমাণ- ৫৭১.২৮ লক্ষ টাকা। ৩৩৫টি প্রকল্পের কাজ চলমান, অগ্রগতি -৭৫%, (৮) এডিপি (বিশেষ) খাতে বরাদ্দ ৩৫০.৪৭ লক্ষ টাকা, প্রকল্পের সংখ্যা-২৬৯টি, দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন, মাননীয় সংসদ সদস্যদের অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ (১) সংসদীয় এলাকা গাইবান্ধা-	চলমান প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং কাজের গুণগতমান ঠিক রেখে সম্পন্ন করতে হবে।	(১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা।

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	১ সুন্দরগঞ্জ উপজেলা, মোট বরাদ্দ- ১০ লক্ষ টাকা, প্রকল্পের সংখ্যা ০৬টি, অগ্রগতি-১০০%। সংসদীয় এলাকা গাইবান্ধা-৪ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা, মোট বরাদ্দ- ৪০.০০ লক্ষ টাকা, প্রকল্প ২০টি, কার্যক্রম চলমান। সংসদীয় এলাকা গাইবান্ধা-০৫ সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলা, বরাদ্দ- ১০.০০ লক্ষ টাকা, প্রকল্প ০৮টি, কার্যক্রম চলমান। এডিপি (বিশেষ) প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক গত ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রাপ্ত বরাদ্দ ৬৫.০০ লক্ষ টাকা, গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা-২২টি, গত ০৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমাণ- ৪১.০০ লক্ষ টাকা, গৃহীত মোট প্রকল্পের সংখ্যা ১৪টি, গত ০৮ জুন ২০২৬ তারিখে প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমাণ- ৩৫.০০ লক্ষ টাকা, গৃহীত মোট প্রকল্পের সংখ্যা ২৭টি। ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে এডিপি (সাধারণ) বরাদ্দের পরিমাণ -৪৬০.০০ লক্ষ টাকা, প্রকল্প গ্রহণ চলমান রয়েছে।		
৫। স্বাস্থ্য বিভাগ, গাইবান্ধা।	সিভিল সার্জন, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, (১) সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় অ্যানথ্রাক্স রোগী- ৫০ জন, (২) সন্দেহজনক হামরোগী-৬৫ জন এবং ডেঙ্গু আক্রান্ত ২০৫ জন, (৩) এনসিডি কর্ণার চলমান রয়েছে, (৪) আই কর্ণার চলমান রয়েছ, ৫) জরায়ুমুখ ও স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধ বিষয়ক প্রকল্প চলমান রয়েছে, (৬) সেপ্টেম্বর/২০২৬ মাসে কমিউনিটি ক্লিনিক ২০৯১১৯ জন সেবা প্রদান, ৫১৫৪ জন রেফার ও ২১টি নরমান ডেলিভারি সম্পন্ন হয়েছে, (৭) সেপ্টেম্বর/২০২৬ মাসে বিসিজি-৫৪৮৫ জন, পেন্টা-১ ৫২৫৬ জন, পেন্টা-২ ৪৯৩৯ জন, পেন্টা-৩ ৫৪০১ জন, পিসিভি-১ ৫১৯৭ জন, পিসিভি-২ ৫৮৯৭ জন, পিসিভি-৩ ৫৪১৭ জন, ওপিভি-১ ৫১৪৮ জন, ওপিভি-২ ৫০৩২ জন, ওপিভি-৩ ৫৫৪৩ জন, এফআইপিভি-১ ৪৭৭০ জন, এফআইপিভি-২ ৩১৪৮ জন, এমআর-১ ৫৫৫২ জন, এমআর-২ ৫১১৫ জন শিশুকে টিকা প্রদান করা হয়েছে, (৮) হাপসাতালে চিকিৎসা প্রদান সেপ্টেম্বর/২০২৬ মাসে বহিঃ বিভাগে ১৪৩১২৭ জন, জরুরি বিভাগে ২১৫৫০ জন এবং অন্তঃ বিভাগে ১১০৩৯ জন রোগীর চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে এবং নরমাল ডেলিভারি ৪২১ ও সিজারিয়ান ডেলিভারি-৩৯ টি, (৯) ০১/০১/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ময়না তদন্ত হয়েছে ১৭৭টি, রিপোর্ট	(৫.১) দায়িত্বরত ডাক্তারগণকে দ্রুততর সময়ের মধ্যে আন্তরিকতার সাথে চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে হবে। (৫.২) হাম প্রতিরোধের বিষয়ে উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সাথে সমন্বয় করে লিফলেট বিতরণসহ বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। (৫.৩) হাম, ডেঙ্গু ও পানিবাহিত বিভিন্ন রোগের বিষয়ে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৫.৪) জেলা ও উপজেলার হাসপাতালসমূহে নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করতে হবে। (৫.৫) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রসূতি সেবা জোরদার করতে হবে। (৫.৬) উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে প্রসূতি সেবা জোরদার করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(১) সিভিল সার্জন, গাইবান্ধা। (২) উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, গাইবান্ধা। (৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), গাইবান্ধা। (৪) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সকল), গাইবান্ধা। (৪) জেলা তথ্য অফিসার, গাইবান্ধা।

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	হয়েছে ১২২টি, মূলতবী আছে-৫৫ টি। ০১/০১/২০২৬ হতে ৩০/০৯/২০২৬ পর্যন্ত ময়না তদন্ত হয়েছে ৯৫ টি, রিপোর্ট হয়েছে ৪৪টি, অবশিষ্ট ৫১টি। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রসূতি বিভাগের কার্যক্রম জোরদার করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে আলোচনা করা হয়।		
৬। জেনারেল হাসপাতাল, গাইবান্ধা।	তত্ত্বাবধায়ক, জেনারেল হাসপাতাল, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, (১) বর্তমানে হাসপাতালে অর্থো-সার্জারী, ইএনটি, স্কীন ভিডি, চক্ষু কনসালটেন্ট (সিনিয়র/ জুনিয়র) এর পদসমূহ শূন্য রয়েছে। শূন্য পদসমূহ পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হয়েছে, (২) তরল অক্সিজেন সরবরাহ করায় সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন চালু রয়েছে, (৩) হাসপাতালে মোট ১৩০ জন গর্ভবতী সন্তান প্রসব করেন। তন্মধ্যে সিজারিয়ানের সংখ্যা ৫৪ জন এবং নরমাল সন্তান প্রসব ৯৬ জন, (৪) এ মাসে Major সার্জারি ৯৩টি এবং Minor সার্জারি ১২৭৯ টি সম্পন্ন হয়, (৫) জেলা হাসপাতালে চলতি মাসে বহির্বিভাগে ২৯৯৭০ জন, জরুরি বিভাগে ৬৩১৫ জন রোগীর সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং অন্তঃবিভাগে ৫২৩২ জন রোগী ভর্তি ছিল, (৬) হাসপাতালে অবস্থানকৃত রোগীর বেড ওকুপেন্সি রেট ১৫৪.৮৫ এবং এভারস লেন্থ ২.২১, (৭) অত্র হাসপাতালে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার, স্ক্যানু ও স্যামকর্ণার চালু আছে, (৮) হাসপাতালে ওসিসি কার্যক্রম চালু আছে, (৯) চলতি মাসে ২৭ জন ধর্ষিতার ধর্ষণজনিত পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে, ১০ জনের অপমৃত্যুর পোস্ট মর্টেম সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩২ জনকে মেডিকেল সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, (১০) হাসপাতালে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে দূর-দূরান্তের রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে, (১১) জলাতঙ্ক মরণ ব্যাধি রোগ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিনামূল্যে কুকুর কামড়ানো ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়, (১২) গর্ভবতী মায়েদের নিয়মিত এএনসি ওপিএনসি সেবা প্রদানের মাধ্যমে নরমাল ডেলিভারির উৎসাহ প্রদান করা হয়, (১৩) হাসপাতালে বিনামূল্যে ভায়া ও সিবিই সেবা প্রদান করা হচ্ছে, (১৪) হাসপাতালে ভায়া এবং সিবিই সেবা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। (১৫) হাসপাতালে বর্তমানে আলট্রাসনোগ্রাম, ইসিজি ও এক্স-রে মেশিন চালু রয়েছে, (১৬) হাসপাতালে মেজর, মাইনর সার্জারি/ অপারেশন বিভাগ চালু আছে। তিনি আরও জানান যে, জেনারেল হাসপাতালে ১৭৭ জন চিকিৎসকের	(১) দায়িত্বরত ডাক্তারগণের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ ও অধিকতর আন্তরিকতার সাথে চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে হবে। (২) জেনারেল এ্যানেসথেসিয়া মেশিল চালু করার লক্ষ্যে ডিভাইস সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৩) হাসপাতালের অভ্যন্তর ও বহিরাঙ্গন যথাযথভাবে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এ বিষয়ে সরকারের নির্দেশনা মেনে নিয়মিত পরিচ্ছন্ন অভিযান পরিচালনা করতে হবে। (৪) হাসপাতালের শূন্য পদসমূহ পূরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষপ গ্রহণ করতে হবে। (৫) হাসপাতালের সকল কার্যক্রম নতুন ভবনে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(১) তত্ত্বাবধায়ক জেনারেল হাসপাতাল, গাইবান্ধা। (২) প্রশাসক গাইবান্ধা পৌরসভা, গাইবান্ধা।

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	মধ্যে ২২ জন এবং ৩৯৮ জন স্টাফের মধ্যে ৫১ জনকে দিয়ে হাসপাতালের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।		
৭। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, গাইবান্ধা।	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, গাইবান্ধার প্রতিনিধি সভায় জানান যে, চলতি খরিপ-২/ ২০২৬-২৭ মৌসুমে গাইবান্ধা জেলায় ১৩৩১৩০ হেঃ রোপা আমন, ৩০৬৫ হেঃ শাক-সবজি, ১৩৫ হেঃ পেঁয়াজ, ৭৯৫ হেঃ মাষকলাই এবং ২২ হেঃ কলা এর লক্ষ্যমাত্রা পাওয়া গিয়েছে। ইতোমধ্যে ১৩৩৩৪০ হেঃ রোপা আমন, ২৮৮৫ হেঃ শাকসবজি, ১৪০ হেঃ পেঁয়াজ, ৪৭০ হেঃ মাষকলাই এবং ৫২ হেঃ তুলা চাষ হয়েছে। রোপন ও বপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে, (২) গাইবান্ধা জেলার ৭টি উপজেলায় ২৪৯টি ব্লকের কৃষি কার্ডের লক্ষ্যমাত্রা ৫,৯৯,৩৬০ জন। ১৪/১০/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ২১টি ব্লকে অর্জন ৩৮৮১৯ জন। যাচাইকৃত ৩০৫০৬জন। প্রত্যেক উপজেলায় ৩য় ব্লকের কৃষক কার্ডের তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। ৩য় ব্লকের মোট তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ১৫৭৫০ জন। ১৪/১০/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ৩য় ব্লকে মোট তথ্য সংগ্রহ ৯৭১৫ জন, (৩) অক্টোবর/ ২০২৬ মাসে গাইবান্ধা জেলায় ২৯১৬ মেঃ টন ইউরিয়া, ১৬৩৩ মেঃ টন টিএসপি, ৩২৫৭ মেঃ টন ডিএপি এবং ২১১০ মেঃ টন এমওপি সারের বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। কৃষক পর্যায়ে বিক্রয়ের পর ১৪/১০/২০২৬ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ডিলারগণের গোডাউনে ৮১৪ মেঃ টন ইউরিয়া, ৬২৮ মেঃ টন টিএসপি, ১০৩৬ মেঃ টন ডিএপি এবং ১৮২৮ মেঃ টন এমওপি সার মজুদ আছে। সার মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	(১) কৃষি বিভাগের সারের চাহিদার সাথে মৎস্য বিভাগ এবং প্রাণিসম্পদ বিভাগের সারের চাহিদা একত্রে প্রেরণ করতে হবে। (২) সার বিষয়ে অপপ্রচার বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৩) ২০২৬-২৭ মৌসুমে জেলায় রোপা আউশ চাষযোগ্য জমিতে শতভাগ চাষ নিশ্চিত করতে হবে।	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, গাইবান্ধা।
৮। জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস গাইবান্ধা।	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, (১) প্রাণিসম্পদের উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, গাইবান্ধার আওতায় সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ মাসে ৭১৩৪ টি গবাদি পশুকে কৃত্রিম প্রজনন করানো হয়েছে। উৎপাদিত বাছুরের সংখ্যা-২৫৮৬ টি, (২) খাদ্য নিরাপত্তা ও গবাদি পশু-পাখির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ মাসে ৫৯৩৩২ মাত্রার টিকা, ৯৭৯৮৭ টি পশু-পাখির চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। (৩) নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন খামার স্থাপন ও বেকার সমস্যা সমাধানে সেপ্টেম্বর/২০২৬ মাসে ১০ জন খামারীকে এবং ০ জন প্রক্রিয়াজাতকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। (৪) গবাদি-পশুপাখির নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর/২০২৬ মাসে ০২টি মোবাইল কোর্ট	(১) এনথ্রাক্স রোগ প্রতিরোধে সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় গরু, মহিষ, ভেড়াসহ গবাদিপশুকে রিং ভ্যাক্সিনেশনের আওতায় আনয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (২) জেলার সকল মসজিদে জুম্মার নামাজের পূর্বে খুতবার সময়ে এনথ্রাক্স রোগের বিষয়ে সচেতনতামূলক আলোচনার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। (৩) সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সর্বানন্দ ইউনিয়নসহ সকল বাজারে কোন গরু জবাই করার পূর্বে প্রাণিসম্পদ অফিস হতে প্রত্যয়ন গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা। (২) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা গাইবান্ধা। (৩) জেলা তথ্য অফিসার, গাইবান্ধা। (৪) উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন,

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	পরিচালনা করা হয়েছে। লাম্পিস্কিন ডিজিজ (LSD) ও তড়কা রোগ সংক্রান্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং খামারীদের সমন্বয়ে এবং জনপ্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে সেপ্টেম্বর/২০২৬ মাসে ৪২টি সচেতনতা সভা, ৫০০টি লিফলেট বিতরণ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, গাইবান্ধার ০৩টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পসমূহ: (ক) প্রাণিপুষ্টির উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাসচাষ সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর, (খ) পিপিআর নির্মূল ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ, (গ) সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থসামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।	(৪) সুন্দরগঞ্জ উপজেলার গবাদি পশু ভ্যাকসিনেশনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনে অন্য এলাকা হতে কর্মী পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৫) প্রতিটি গরুকে ভ্যাকসিন প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি বিধি মোতাবেক হারে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করা যেতে পারে। (৬) কৃত্রিম প্রজনন, প্রজেনী সংগ্রহ, গবাদি পশুর টিকা প্রদান, রোগ অনুসন্ধানের নমুনা সংগ্রহ ও মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	গাইবান্ধা।
৯। জেলা মৎস্য অফিস, গাইবান্ধা।	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাইবান্ধা সভায় জানানে যে, (১) মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলায় সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ মাসে জেলার বিভিন্ন খাস, সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয় এবং বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত/ প্লাবনভূমিতে ১.৭৫০ মে.টন পোনা মাছ অবমুক্ত কর হয়েছে। (২) মৎস্য চাষী/ মৎস্যজীবী/ সাধারণ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ নিষিদ্ধ পিরানহা মাছ চাষ রোধে ২টি, কারেন্ট জাল নিধন ০১টি, ফিক্স ইঞ্জিন ০১টি এবং চায়না দুয়ারি জাল রোধে ০২টি সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়েছে, (৩) প্রদর্শনী খামার পরিদর্শন ৬৩টি, পানি পরীক্ষা ২০টি ও পরামর্শ প্রদান ৪৫টি, (৪) মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩৭টি হাট-বাজার পরিদর্শন করা হয়েছে। (৫) স্থাপিত বিল নার্সারী পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান ১৭টি। বিভাগীয় অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি হতে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৬ চলাকালীন (০৮ অক্টোবর, ২০২৬ হতে ২৯ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত) ঋণগ্রহীতা জেলেদের নিকট থেকে ঋণের কিস্তি আদায় স্থগিত রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি ব্রহ্মপুত্র নদীতে ২/৩ কিলোমিটার এলাকা মাছের অভয়াশ্রম করার লক্ষ্যে স্থান নির্বাচন বিষয়ে আলোচনা করেন।	(১) মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৬ চলাকালীন (০৮ অক্টোবর, ২০২৬ হতে ২৯ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত) ঋণগ্রহীতা জেলেদের নিকট থেকে ঋণের কিস্তি আদায় স্থগিত রাখতে হবে। (২) যমুনা নদীতে ইলেকট্রিক শক দিয়ে রাতে মাছ ধরা প্রতিরোধে কঠোরভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৩) মৎস্য চাষী/ মৎস্যজীবী/ সাধারণ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সভার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। (৪) নিয়মিত হাট-বাজার পরিদর্শন করতে হবে। (৫) ব্রহ্মপুত্র নদীতে ২/৩ কিলোমিটার এলাকা মাছের অভয়াশ্রম করার লক্ষ্যে স্থান নির্বাচন করতে হবে।	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাইবান্ধা।
১০। খাদ্য বিভাগ, গাইবান্ধা।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, গাইবান্ধার প্রতিনিধি সভায় জানান যে, (১) অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ ২০২৬-২৭ মৌসুমে ধান ও চাল সংগ্রহের নিমিত্তে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, গাইবান্ধা এর ১২/১০/২০২৬ তারিখের ১০৩০ নং স্মারকে আমন ধান উৎপাদনের তথ্য, ০৪/১০/২০২৬	(১) নীতিমালা মোতাবেক চাল ও গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। (২) ওএমএস ও খাদ্য বান্ধব কার্যক্রম নীতিমালা মোতাবেক	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, গাইবান্ধা।

<table>
<tr><th>ক্রম ও বিভাগ</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr><td></td><td>তারিখে ৯৯৫ নং স্মারকে আমন ধান উৎপাদনকারী কৃষকের তালিকার তথ্য উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, গাইবান্ধা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
(২) অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ ২০২৬-২৭ মৌসুমে চাল সংগ্রহের নিমিত্তে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, গাইবান্ধা এর ১১/১০/২০২৬ তারিখের ১০২৭ নং স্মারকে সরেজমিনে চালকল পরিদর্শনপূর্বক চুক্তিযোগ্য মিলের তালিকা এবং চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণদের পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
২। (ক) অত্র জেলার ওএমএস এর তথ্য:
<table><tr><th>এলাকা</th><th>ডিলার সংখ্যা</th><th>কর্মরত ডিলার</th><th>বরাদ্দ</th></tr><tr><td>গাইবান্ধা পৌরসভা</td><td>১২ জন</td><td>০৯ জন</td><td>দৈনিক ০৯ মেঃ টন চাল ও ০৯ মেঃ টন আটা</td></tr></table>
ভোক্তা পর্যায়ে প্রতি কেজি চাল ও আটার বিক্রয় মূল্য যথাক্রমে ৩০/- ও ২৪/- টাকা।
(২) (খ) খাদ্য বান্ধব কার্যক্রম:
<table><tr><th>জেলা</th><th>ডিলার সংখ্যা</th><th>ভোক্তা সংখ্যা</th><th>মাসিক বরাদ্দ</th></tr><tr><td>গাইবান্ধা</td><td>২১৩</td><td>১,৩৪,৬৭৬</td><td>৪,০১৪.৬৩০ মেঃটন</td></tr></table>
প্রতি কেজি চালের বিক্রয় মূল্য ১৫/০০ টাকা।
২। (গ) অত্র জেলার ওএমএস (টিসিবি):
<table><tr><th>এলাকা</th><th>ডিলার সংখ্যা</th><th>ভোক্তার সংখ্যা</th><th>মাসিক বরাদ্দ</th></tr><tr><td>গাইবান্ধা পৌরসভা</td><td>১২৫</td><td>২,০৮,৯৫০</td><td>১০৪৪.৭৫</td></tr></table>
বর্তমান টিটিবি কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।
৪। জেলার মজুদ পরিস্থিতি (মেঃ টন):
<table><tr><th>জেলা</th><th>চাল</th><th>ধান</th><th>গম</th><th>আটা</th></tr><tr><td>গাইবান্ধা</td><td>৩৪,৫৯৬</td><td>৪০৩</td><td>৮৬৬</td><td>৩৫৮৬৫</td></tr></table></td><td>পরিচালনা করতে হবে এবং ভালো মানের চাল প্রদান করতে হবে।
(৩) ওএমএস এর বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td><td></td></tr>
<tr><td>১১। গণপূর্ত বিভাগ, গাইবান্ধা।</td><td>নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, (১) সাঘাটা উপজেলা মডেল মসজিদ নির্মাণ কাজ চলমান, প্রকল্প শুরু</td><td>চলমান প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ে এবং কাজের মান সঠিক রেখে এস্টিমেট অনুযায়ী দ্রুত</td><td>নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ,</td></tr>
</table>

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	এপ্রিল/২০১৭, প্রকল্প শেষ জুন/ ২০২৬, ভৌত অগ্রগতি-৭০%। ভবনের কাঠামোগত নির্মাণ, প্লাস্টার, স্যানেটারী, গ্রীল, দরজার চৌকাঠ এর কাজ সমাপ্ত। মার্বেল, টয়লেটে টাইলস স্থাপনের প্রস্তুতি চলমান। থাই স্থাপনের কাজ শুরু হয়নি, (২) সুন্দরগঞ্জ উপজেলা মডেল মসজিদ নির্মাণ কাজ চলমান, প্রকল্প শুরু এপ্রিল/২০১৭, প্রকল্প শেষ জুন/ ২০২৬, ভৌত অগ্রগতি-৮৫%। কাঠামোগত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মার্বেলের ফিনিশিং ও ড্রেন এপ্রোন, রং, থাইয়ের কাজ চলমান। জলছাদ, পেভমেন্ট টাইলস, সাব-স্টেশন, জেনারেটর এর কাজ শুরু হয়নি।	সম্পন্ন করতে হবে।	গাইবান্ধা।
১২। সওজ, গাইবান্ধা।	নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, বামনডাঙ্গা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী-আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০১৩) উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের চেইনেজ ০+০০০ কিমি হতে ১০+৮০০ কিমি পর্যন্ত সড়ক প্রশস্থকরণ, মজবুতিকরণ ও সার্ফেসিং কাজ চলমান রয়েছে। চুক্তিমূল্য ৩৫১৯.৯১ লক্ষ টাকা, কাজের অগ্রগতি ৮০%। জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (রংপুর জোন)। প্রকল্প শুরু ০১/০৭/২০২১ এবং প্রকল্প শেষ হওয়ার তারিখ ৩০/০৬/২০২৬ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকলেও মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	চলমান প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ে এবং কাজের মান সঠিক রেখে এস্টিমেট অনুযায়ী দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, গাইবান্ধা
১৩। পাউবো, গাইবান্ধা।	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গাইবান্ধ সভায় জানান যে, (১) যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে ফুলছড়ি উপজেলাধীন কাতলামারী ও সাঘাটা উপজেলাধীন গোবিন্দি এবং হলদিয়া এলাকা রক্ষা (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের অঙ্গসমূহ: নদী তীর সংরক্ষণ কাজ-১৩.১৬৪ কিঃমিঃ এবং বাঁধ পুনর্বাসন কাজ- ১৫.০০ (২) যমুনা নদী টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রকল্প-১: নদী তীর সংরক্ষণ ও নদী শাসন (কম্পোনেন্ট-১) শীর্ষক প্রকল্পের গত ০৪/০২/২০২৪ তারিখে জিও জারী হয়। প্রকল্পের আওতাধীন এলাকা টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধা। প্রকল্প ব্যয় - ৮৭৩.২৭ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি - ১৮৭.১১ কোটি, বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ - ৫৭৩.৭১ কোটি এবং নেদারল্যান্ড সরকার ও এআইআইবি'র অনুদান - ১১২.৪৪ কোটি টাকা। প্রকল্পের গাইবান্ধা অংশের অঙ্গসমূহ: ফুলছড়ি পার্মিয়েবল গ্রয়েন/ টপ ব্লক পার্মিয়েবল গ্রয়েন (৪ টি ২ সারি পাইল এবং ১টি ৩ সারি পাইল) দ্বারা নদীতীর রক্ষার কাজ। জমি	(১) জেলায় চিহ্নিত নদী ভাঙ্গনের স্থানসমূহে জরুরিভিত্তিতে দ্রুততর সময়ে মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) নদী ভাঙ্গন রোধের নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণপূর্বক জরুরিভিত্তিতে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, গাইবান্ধা।

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	অধিগ্রহণ/ ক্রয় (ফুলছড়ি) ১৫ হেক্টর। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডিজাইন সার্কেল কর্তৃক নকসা ভেটিং সম্পন্ন হয়েছে, (৩) করতোয়া নদীর সিস্টেম উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের গত ১০/০৭/০২৬ তারিখে জিও জারী হয়। প্রকল্পের আওতাধীন এলাকা বগুড়া ও গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন স্থান। প্রকল্পের গাইবান্ধা অংশের ব্যয় ৩৩৮.০৪ কোটি টাকা, প্রকল্পের গাইবান্ধা অংশের অঙ্গসমূহ: নদী তীর প্রতিরক্ষা ১.৪৫ কিঃমিঃ, পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো- ০১টি, নদী পুনঃখনন ২৩.২০ কিঃমিঃ, বাধ পুনরাকৃতিকরণ ১৫.৯৯ কিঃমিঃ, ভূমি অধিগ্রহণ ৫১.৫০ একর, (৩) নতুন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাবনা: (ক) গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার এরেন্ডাবাড়ী এবং সদর উপজেলার চিথুলিয়া দিগর এলাকায় ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর বাম তীরে ভাঙ্গন প্রতিরোধের মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র ও জিঞ্জিরাম নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্প। উক্ত প্রকল্পটি অনুমোদন ও বাস্তবায়িত হলে ফুলছড়ি উপজেলার এরেন্ডাবাড়ী ইউনিয়নের ৯টি চর নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা পাবে, (খ) যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার চন্ডিপুর, কাপাসিয়া, শ্রীপুর ও সদর উপজেলার কামারজানি, গিদারী এবং ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া, উড়িয়া ও গজারিয়া এলাকা রক্ষা শীর্ষক প্রকল্প ডিপিপি অনুমোদন হলে দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে (গ) গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ ও সাঘাটা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে করতোয়া কাটাখালী-বাঙ্গালী নদীর তীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্প।		
১৪। এলজিইডি, গাইবান্ধা।	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, গাইবান্ধায় বর্তমানে গৃহীত প্যাকেজ/স্কীমের সংখ্যা- ১৩৩৯টি। তন্মধ্যে ১০৩৫টি প্যাকেজ/স্কীমের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে, ২১৩টি প্যাকেজ/স্কীমের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ৮৬টি প্যাকেজের কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি। তিনি আরও জানান যে, জেলায় ৫৮৫০ কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে তন্মধ্যে ১৯৯৭ কিলোমিটার পাকা। তিনি আরও ৬৩৪ টি রাস্তা মোট ৭৭৭.৮৩ কিলোমিটার আইডি/পাকাকরণের বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।	(১) চলমান প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ে এবং কাজের মান সঠিক রেখে এস্টিমেট অনুযায়ী দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (২) সভায় উপস্থাপিত রাস্তার আইডি/পাকাকরণের প্রস্তাব সভায় সর্বসম্মতিক্রম অনুমোদন করা হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, গাইবান্ধা।
১৫। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর,	সহকারী প্রকৌশলী শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর গাইবান্ধার আওতাধীন জেলার ৭টি	গৃহীত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম মানসম্মতভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
গাইবান্ধা।	উপজেলায় ১৪টি বিভিন্ন প্রকল্পে সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মাণ/ উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ/ মেরামত সংস্কার/ ফার্নিচার সরবরাহ কাজ চলমান রয়েছে। যা নিম্নরূপ: (১) নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক (৩০০০ স্কুল) প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান। দরপত্র মূল্য - ১৩১৩৪.৭০ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি ৯৯%, (২) রাজস্ব বাজেটের অধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ভবন নির্মাণ, কোড নং ৭০১৬ মাউশি, দরপত্র মূল্য ৩৫৩০.৩৩ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি - ৪৮%,(৩) রাজস্ব বাজেটের অধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ভবন নির্মাণ, কোড নং ৭০১৬ মাউশি, দরপত্র মূল্য ৯৪৭১.৮৬ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি -৪৮%, (৪) সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প, দরপত্র মূল্য ১৫৭৫.১৩০ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি - ৯৯%, (৫) ১০০ উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প, দরপত্র মূল্য ৫৬৯৯.৯৫ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি - ৫৫%, (৬) ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প, দরপত্র মূল্য ৭৩১.৫৭ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি ৯০%, (৭) রাজস্ব বাজেটের অধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ (কোড নং ৬৮২১ মাউশি), দরপত্র মূল্য ৪০৩.৯৬ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি ৯৫%, (৮) রাজস্ব বাজেটের অধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ (কোড নং ৬৮২১ টিএমইডি), দরপত্র মূল্য ১৮৯.৮২ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি ১০০%, (৯) রাজস্ব বাজেটের অধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার কাজ (কোড নং ৫৯৭৪ মাউশি), দরপত্র মূল্য ৩৯৮.৯৩ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি ৯৫%, (১০) রাজস্ব বাজেটের অধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার কাজ (কোড নং ৫৯৭৪ মাউশি), দরপত্র মূল্য ১৬০৬.২৫ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি ৯৫%, (১১) রাজস্ব বাজেটের অধীন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার কাজ (কোড নং ৪৯৩১ টিএমইডি), দরপত্র মূল্য ১৩২৪.১১০ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি ৮০%, (১২) রাজস্ব বাজেটের অধীন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার কাজ (কোড নং ৪৯৩১ টিএমইডি), দরপত্র মূল্য ১৩১.৮৪ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি- ৯৮% (১৩) নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প, দরপত্র মূল্য ৯৪৩৮.১৭ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি		অধিদপ্তর, গাইবান্ধা।

<table>
<tr><th>ক্রম ও বিভাগ</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr><td></td><td>৯৯%, (১৪) সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন (৩২৩) শীর্ষক প্রকল্প, দরপত্র মূল্য ৩১১১.০৭০ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি ৮৮%।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১৬। বিএডিসি (ক্ষুদ্রসেচ), গাইবান্ধা</td><td>নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএডিসি (ক্ষুদ্র সেচ), গাইবান্ধা সভায় জানান যে, (১) ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ কাজ (৫০০ মি.), প্রকল্প শুরু ০১/০৭/২০২৩, প্রকল্প শেষ- ৩০/০৬/২০২৮ খ্রি.। বরাদ্দ পাওয়া যায়নি, (২) গ্রুপ ফরমেশন কাজ, প্রকল্প শুরু ০১/০৭/২০২৩, প্রকল্প শেষ- ৩০/০৬/২০২৮ খ্রি., (৩) প্রশিক্ষণ কাজ, প্রকল্প শুরু ০১/০৭/২০২৩, প্রকল্প শেষ- ৩০/০৬/২০২৮ খ্রি.। বৃহত্তম বগুড়া ও গাইবান্ধা জেলা সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে। ডিপিপিতে গাইবান্ধা জেলায় ৭৫ কিমি খাল পুনখনন, ৫০টি গনকূপ পুনবার্সন, ১০০টি ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রত্যেকটি ১৫০০ মিটার) ও ২০০টি সেচ নালা বর্ধিতকরণ (প্রত্যেকটি ৫০০ মিটার) ছোট ও মাঝারি আকারের হাউড্রলিক স্ট্রাকচার, ক্যাটল ক্রসিং ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।</td><td>গৃহীত কার্যক্রম মানসম্মতভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।</td><td>নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএডিসি (ক্ষুদ্রসেচ), গাইবান্ধা।</td></tr>
<tr><td>১৭। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ , গাইবান্ধা।</td><td>নির্বাহী প্রকৌশলী, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে আমন মৌসুমে খরা দেখা দিলে যে সমস্ত স্কিমে সেচের প্রয়োজন হবে সেগুলো চালু রাখা হয়েছে। বর্তমানে চালু সেচযন্ত্রের সংখ্যা :
<table>
<tr><th>সেচ যন্ত্রের ধরন</th><th>মোট সেচ যন্ত্রের সংখ্যা (টি)</th><th>চালু কৃত সেচ যন্ত্রের সংখ্যা (টি)</th><th>প্রস্তুত কৃত সেচ যন্ত্রের সংখ্যা (টি)</th><th>অব্যবহৃত সেচ যন্ত্রের সংখ্যা (টি)</th></tr>
<tr><td>DTW</td><td>৪৬১</td><td>৩৮৫</td><td>৬৬</td><td>১০</td></tr>
<tr><td>LLP</td><td>১০৪</td><td>৫৬</td><td>৩০</td><td>১৮</td></tr>
</table></td><td>ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং পানির অপচয় রোধে প্রয়োজনীয় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</td><td>নির্বাহী প্রকৌশলী , বরেন্দ্র বহুমুখী ,উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গাইবান্ধা।</td></tr>
<tr><td>১৮। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, গাইবান্ধা।</td><td>নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, গাইবান্ধা কর্তৃক দাখিলকৃত কার্যপত্র হতে জানা যায় যে, (১) সমগ্রদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প: প্রকল্প শুরু হওয়ার তারিখ জানুয়ারি-২০২০, শেষ হওয়ার তারিখ: জুন- ২০২৭। (ক) অগভীর নলকূপ স্থাপন কাজ: মোট বরাদ্দ ১১৫২৮টি, সমাপ্ত- ১১৫২৮টি, অগ্রগতি- ১০০%, (খ) ১৫টি কমিউনিটি ভিত্তিক গ্রামীণ পানি সরবরাহ স্কিমের কাজ চলমান রয়েছে, অগ্রগতি ৯৮%, (গ) ০৩টি রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমের কাজ চলমান রয়েছে। অগ্রগতি- ৭০%, (২) মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি</td><td>(১) গাইবান্ধা রেলওয়ে স্টেশন মাস্টারের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ওয়াশ ব্লক স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।
(২) গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।</td><td>নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য</td></tr>
</table>

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প: প্রকল্প শুরু হওয়ার তারিখ জানুয়ারি-২০২১, শেষ হওয়ার তারিখ: ডিসেম্বর- ২০২৬। (ক) ২২৮টি স্মল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমের কাজ চলামন রয়েছে, অগ্রগতি- ৯৮%, (খ) ০৬টি বৃহৎ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমের কাজ চলমান রয়েছে। অগ্রগতি ৫৮%, (গ) মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের স্যানিটেশন প্যাকেজের আওতায় পাবলিক টয়লেট ও কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। যার অগ্রগতি ৫৩%, (ঘ) স্থানীয় উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়নসমূহে হতদরিদ্র পরিবারের জন্য টুইন পিট ল্যাট্রিন স্থাপন কাজের বরাদ্দ- ১৪৮৮৫টি, সমাপ্ত -১৪,৮৮৫টি, অগ্রগতি - ১০০%, (ঙ) মানব সম্পদ উন্নয়নে উদ্বুদ্ধকরণ সভা- ৬৮৪টি, সচেতনতামূলক সভা ২২৮টি, অবহিতকরণ সভা- ০২টি, স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ সভা ০৬টি, ইউনিওনে পরিষদের সদস্যদের দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৬৫টি এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে হাইজনি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১১৭০টি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অগ্রগতি- ১০০%, (৩) বাংলাদেশের ২৩ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প: প্রকল্প শুরু হওয়ার তারিখ জুলাই - ২০১৭, শেষ হওয়ার তারিখ: ডিসম্বর- ২০২৫ (মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন)। (ক) গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ৩.২৫ কিঃমিঃ ড্রেন নির্মাণ, অগ্রগতি-১০০%, (খ) ০৪টি পরীক্ষামূলক নলকূপ, ০২টি উৎপাদন নলকূপ, ০৩টি পাম্প হাউজ, ৬৫টি পানির উৎস এবং ০১টি ২০০ ঘন মিঃ/ ঘন্টা ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট কাজ, অগ্রগতি - ১০০%, (গ) ০৭টি পাবলিক টয়লেটের মধ্যে ০৪টি সমাপ্ত (জায়গার জটিলতার কারণে ০৩টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি), সার্বিক অগ্রগতি- ১০০%, (ঘ) ২০টি কমিউনিটি ল্যাট্রিনের মধ্যে ১৮টি সমাপ্ত (জায়গার জটিলতার কারণে ০২টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি), সার্বিক অগ্রগতি-১০০%,(ঙ) ফিক্যাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট সেড এর নির্মাণ কাজ ০১টি, কাজের অগ্রগতি ৯০%, (চ) গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ০১টি পানি সরবরাহ অফিস ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, অগ্রগতি ২৫%, (৪) গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প: প্রকল্প শুরু হওয়ার তারিখ জুলাই ২০২৫, শেষ হাওয়ার তারিখ জুন ২০২৮, (ক) সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় ১৭২৫টি টুইন পিট ল্যাট্রিন স্থাপন কাজ, অগ্রগতি ২৭%, গাইবান্ধা জেলার বিভিন্ন উপজেলায়		

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	২৮টি কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ কাজ, অগ্রগতি ১৫%।		
১৯। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি), গাইবান্ধা।	সহকারী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি), গাইবান্ধা জেলায় কোন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান নেই। জেলার হাসপাতালসমূহে নিয়মিত মেরাতম কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা হয়।	(১) জেলা হাসপাতালসমূহে স্যানিটারী ও পানির কলের মেরামত কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। (২) বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে গৃহীত প্রকল্প মানসম্মতভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	সহকারী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল ,অধিদপ্তর গাইবান্ধা।
২০। বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, নেসকো, গাইবান্ধা।	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিভাগ বিভাগ-১, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১ নেসকো পিএলসি, গাইবান্ধায় বর্তমান চাহিদা ১২.৪০ মেগাওয়াট এবং বরাদ্দ ১২.৪০ মেগাওয়াট। বর্তমানে কোন লোড শেডিং নেই। আসন্ন গ্রীষ্মকালীন তাপদাহে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে জরুরি মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ অব্যাহত রয়েছে।	(১) সোলার রুফটপ বিষয়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করতে হবে। (২) জেলায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। (৩) প্রি-পেইড স্মার্ট মিটার স্থাপনে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারাভিযান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (৪) বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(১) সকল দপ্তর প্রধান, গইবান্ধা। (২) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১ ও ২, নেসকো, পিএলসি, গাইবান্ধা।
২১। বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, নেসকো, গাইবান্ধা।	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিভাগ বিভাগ-১, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, নেসকো পিএলসি, গাইবান্ধায় বর্তমানে গড় বিদ্যুৎ এর চাহিদা ১০.০০ (দশ) মেগাওয়াট এবং গড় বরাদ্দ ১০.০০ (দশ) মেগাওয়াট। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে জরুরি মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ অব্যাহত রয়েছে। সরকারি আধা-সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সরকারি দপ্তর/ আবাসিক কোয়ার্টারসহ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন প্রকল্প চলমান রয়েছে। সভায় সোলার রুফটপ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।		
২২। গাইবান্ধা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, তুলশীঘাট, গাইবান্ধা।	সিনিয়র জিএম, গাইবান্ধা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, তুলশীঘাট, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, অন্তর্ভুক্ত বিদ্যুতায়িত উপজেলা-০৫টি (গাইবান্ধা সদর, পলাশবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, সাঘাটা ও ফুলছড়ি), (২) সরকারি/ আধাসরকারি ৫২টি প্রতিষ্ঠানে মোট ৩৯,৮১,৩৭৪/- টাকা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রয়েছে। সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ মাস পর্যন্ত লাইন নির্মাণ - ৫৫২৭.৪৫৩ কিঃমিঃ, এ মাসে লাইন নির্মাণ- .৪৫৯ কিঃমিঃ। মোট সেচ গ্রাহক সংখ্যা - ৯৩৫৯টি, এসটিডব্লিউ - ৮৫৭৩টি, ডিডব্লিউটি - ৭৩০ টি ও এলএলপি - ৫৬টি, এ মাসে সেচ সংযোগ-০৯টি। শিল্প সংযোগ - ২৮৩৭ টি, (ক্ষুদ্র শিল্প ২৭৬৫টি ও বৃহৎ শিল্প ৭২ টি) এ মাসে সংযোগ- ০৪টি। মোট গ্রাহক সংখ্যা- ৪১৫৬৭৭ টি। (আবাসিক ৩,৭৫,১৬২টি, বাণিজ্যিক ২২,৯০৩টি , সেচ- ৯,৩৫৯টি, শিল্প	(১) জেলায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। (২) বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৩) চলতি রোপা আমন মৌসুমে সেচ সুবিধা প্রদানে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(১) সকল দপ্তর প্রধান, গইবান্ধা। (২) সিনিয়র জিএম, গাইবান্ধা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি গাইবান্ধা।

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	২,৮৩৭টি, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ৫০৯৮টি ও অন্যান্য - ৩১৮ টি। এ মাসে সংযোগ- ১৫৮৪টি। বর্তমান চাহিদা ৪০৪০৯ মেগাওয়াট ঘণ্টা এবং প্রাপ্তি ৩৬৮৩৮ মেগাওয়াট ঘণ্টা। বর্তমানে লোড শেডিং ৩৫৭১ মেগাওয়াট ঘণ্টা। গণশুনানী-২২টি এবং উঠান বৈঠক-১৫টি।		
২৩। রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, শঠিবাড়ী, রংপুর।	জেনারেল ম্যানেজার, রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, শঠিবাড়ী, রংপুর সভায় জানান যে, রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতায় সাদুল্লাপুর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় মোট গ্রামের সংখ্যা ৩১৬টি, বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা-৩১৬টি, মোট নির্মিত লাইন – ৩৬৫৭.৬৫২ কিঃমিঃ, মোট গ্রাহকের সংখ্যা - ২,৩৫,৭১০ জন। বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ৫৯,৬৭,৪১১/- টাকা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রয়েছে। বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ের বিষয়ে সহযোগিতা কামনা করেন। মডেল মসজিদ, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা এর ৩,২৪,৬৩৪/- টাকা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রয়েছে। বর্তমান চাহিদা ৪৩.৫ মেগাওয়াট এবং প্রাপ্তি ২৮.০ মেগাওয়াট। সমিতির আওতায় ৫৬৯৩টি সেচ সংযোগের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সেচ গ্রাহকগণকে রাত ১১.০০ ঘটিকার পর থেকে সেচ কার্য পরিচালনা করার জন্য লিফলেট বিতরণ ও মিটিং আয়োজন করা হচ্ছে।	(১) জেলায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। (২) বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের পত্র প্রেরণ করতে হবে।	জিএম, রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, শঠিবাড়ী, রংপুর।
২৪। উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, গাইবান্ধা	উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, সেপ্টেম্বর/২০২৬ মাসে সক্ষম দম্পতি ৫,৫৭,২৬১জন, মোট সেবা গ্রহীতা- ৪,৩৮,২২৯ জন, গ্রহণকারীর হার- ৭৮.৬৪%। মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ মাসে ৪১টি ডেলিভারি সেবা এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের স্বাভাবিক প্রসব সেবা ২২৫টি প্রদান করা হয়েছে।	স্বাভাবিক প্রসব সেবার সংখ্যা ও মান বাড়াতে হবে।	উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, গাইবান্ধা
২৫। জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, গাইবান্ধা।	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, (১) সামাজিক নিরাপত্তামূলক (ভাতা) কার্যক্রমে গাইবান্ধা জেলায় সর্বমোট ৩,৩০,৬৫৬ জন সুবিধাভোগী জিটুপি পদ্ধতিতে ভাতা সুবিধা পাচ্ছেন। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে সুবিধাভোগীদের লাইভ ভেরিফিকেশন/ যাচাইয়ের মাধ্যমে ৪র্থ কিস্তিতে ৩,০৭,৯৩৩ জনের পেরোল প্রেরণ করা হয়েছে। (২) শিশু শিক্ষা সুরক্ষা কার্যক্রম: (ক) গাইবান্ধা জেলায় ০৩টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সরকারি শিশু পরিবার (বালক) আসন ১০০টি, বর্তমান নিবাসী ৫৯ জন, সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), আসন ১০০টি, বর্তমান নিবাসী ৭৭ জন এবং সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম, আসন	(১) সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্প ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। (২) ফ্যামিলি কার্ড প্রদানের বিষয়ে ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, পৌরসভাসহ সর্বত্র মাইকিংয়ের মাধ্যমে প্রচার করতে হবে। গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। (৩) জেলায় সামাজিক নিরাপত্তামূলক (ভাতা) কার্যক্রমের সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(১) প্রশাসক, সকল পৌরসভা, গাইবান্ধা। (২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), গাইবান্ধা। (৩) জেলা তথ্য অফিসার, গাইবান্ধা। (৪) উপপরিচালক জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, গাইবান্ধা।

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	১০টি, বর্তমান নিবাসী ০৭ জন। সরকারি শিশু পরিবার (বালক) এ ০৩টি ভবন (ডর্মেটরি ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। অগ্রগতি- ৭০%, (খ) শিশু সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত শিশুর কেস ম্যানেজমেন্ট ৬১৪টি শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে শিশুর সহায়তা ফোন ১০৯৮ এ সেবা সংক্রান্ত ক্যাম্পেইন ৪৪৮ টি, বাল্যবিবাহ নিরোধ উঠান বৈঠক ৩০টি, ডাইভার্সন এ মুক্তিপ্রাপ্ত শিশু ও বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার শিশুদের প্যারা কাউন্সিলিং সেবা প্রদানে সহায়তা ১৭৫ জন, শিশু শ্রমের সাথে জড়িত শিশু জরিপ ২৭৬টি, শিশুর সহায়তা ফোন ১০৯৮ এর ফোন কলের মাধ্যমে শিশুকে সেবা দানের সহায়তা ৪২ জন, উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ড ও জেলা শিশু কল্যাণ বোর্ডের সভা আয়োজনে সহায়তা প্রদান ২০টি, কেস কনফারেন্স ০৭টি, মাঠ পর্যায়ে কমিউনিটি ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটির সভার আয়োজন ২১টি। চলতি মাসে কেস ম্যানেজমেন্ট ৩৮টি, ১০৯৮ ক্যাম্পেইন ১৫টি, ফোন কলের মাধ্যমে সেবা ০৪টি, থানার মাধ্যমে পরিবারের নিকট শিশুকে হস্তান্তর ০০ জন, প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ-০১ জন, (৩) সমাজকল্যাণ পরিষদ ও চিকিৎসা সহায়তা কার্যক্রম: (ক) জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের গৃহ নির্মাণ বরাদ্দ এবং ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনের বরাদ্দ উপজেলা কমিটিতে বিভাজন প্রেরণ করা হয়েছে, (খ) হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমে জেলাধীন ৬টি রোগীকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি/ ২০২৬ মাসে ২৯৩ জন রোগীকে ১,১২,৫৩২ টাকা ব্যয়ে সেবা প্রদান করা হয়েছে, (গ) শহর সমন্বয় পরিষদের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং প্রবেশন কার্যক্রম যথারীতি চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ৬৮৩১ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, (ঘ) জেলায় ১,১৩,৯৮২ জন প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ হয়েছে ও শনাক্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে, (ঙ) ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়া চিকিৎসা সহায়তা এককালীন ১,০০,০০০/০০ টাকা হিসাবে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ১ম কিস্তি পর্যন্ত ১১৬ জনের ১,১৬,০০,০০০/-টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, (৪) নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা-১৪৩৯টি ও এতিমখানা ১২১টি। তিনি আরও জানান যে, গত ১২ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রমে উদ্বোধন হয়েছে। এ জেলায় ৭ লক্ষ ৪৪		

<table>
<tr><th>ক্রম ও বিভাগ</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr><td></td><td>হাজার ফ্যামিলি কার্ড প্রদান করা হবে। এ লক্ষ্যে ১১১১ জন তথ্য সংগ্রহকারী এবং ১১১ জন সুপারভাইজার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ফ্যামিলি কার্ডে সকল তথ্য সন্নিবেশিত থাকবে। সভাপতি ফ্যামিলি কার্ড প্রদানের বিষয়ে ব্যাপক প্রচারের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে আলোচনা করেন।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>২৬। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, গাইবান্ধা।</td><td>উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, (১) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে যুবদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা: লক্ষ্যমাত্রা - ২৪৯৯০ জন। জেলা কার্যালয়ে সেপ্টম্বর/ ২০২৬ মাসে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৯৮৮৮ জন, (২) প্রশিক্ষিত যুবদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান: লক্ষ্যমাত্রা - ১৪,০৬,৪০,৭০০/- টাকা, (৩) ২০২৬-২৭ অর্থবছরে পরিবারভিত্তিক কর্মসূচির আওতায় ঋণ বিতরণ-৫২.৫০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৪,১৭,৫০,০০০/-টাকা, (৩) ইমপ্যাক্ট প্রকল্পঃ বরাদ্দ- ১,১৬,০০,০০০/-, বিতরণ- ৮২,৩০,০০০/-, উপকারভোগী- ১৩০ জন, আদায়ের হার ৭০%।</td><td>গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।</td><td>উপপরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, গাইবান্ধা।</td></tr>
<tr><td>২৭। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, গাইবান্ধা।</td><td>উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, গাইবান্ধা সভায় জানান (১) ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট কর্মসূচির আওতায় ২০২৫-২০২৬ চক্রের গাইবান্ধা জেলার সকল উপজেলায় সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ মাসে ভিডব্লিউবি খাদ্যের আদেশ জারী করা হয়েছে। উল্লেখ্য সাঘাটা ও সাদুল্লাপুর উপজেলায় পুষ্টি চাল বিতরণ করা হয়। উপজেলাসমূহের খাদ্য বিতরণের তথা নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>উপজেলা</th><th>ইউনিয়ন সংখ্যা</th><th>খাদ্য বিতরণ কৃত ইউনিয়ন সংখ্যা</th><th>খাদ্য অবি তরণকৃত ইউ নিয়ন সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>গাইবান্ধা সদর</td><td>১৩টি</td><td>১৩টি</td><td>-</td></tr>
<tr><td>গোবিন্দগঞ্জ</td><td>১৭টি</td><td>১৭টি</td><td>-</td></tr>
<tr><td>পলাশবাড়ী</td><td>০৮টি</td><td>০৭টি</td><td>০১টি</td></tr>
<tr><td>সাঘাটা</td><td>১০টি</td><td>১০টি</td><td>-</td></tr>
<tr><td>ফুলছড়ি</td><td>০৭টি</td><td>০৭টি</td><td>-</td></tr>
<tr><td>সাদুল্লাপুর</td><td>১১টি</td><td>১১টি</td><td>--</td></tr>
<tr><td>সুন্দরগঞ্জ</td><td>১৫টি</td><td>১৫টি</td><td>-</td></tr>
</table></td><td>(১) জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের মানসম্মতভাবে দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
(২) ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট কর্মসূচির আওতায় খাদ্য বিতরণ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।
(৩) মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ইউনিয়ন পর্যায়ে উপকারভোগী নির্বাচন দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।</td><td>উপপরিচালক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, গাইবান্ধা।</td></tr>
</table>

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন

সর্বমোট	৮১টি	৭৯টি	০২টি

(২) মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি এর আওতায় ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বরাদ্দ পাওয়া যায়। উপকারভোগী নির্বাচন চলমান রয়েছে।

(৩) জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ০৫টি ট্রেডে ২০ জন করে মোট ১০০ জন এবং পলাশবাড়ী ও ফুলছড়ি উপজেলায় প্রশিক্ষণ (WTC) কেন্দ্রে আধুনিক দর্জি বিজ্ঞান ট্রেডে ৬০ জনের ০৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে, (৪) ডে-কেয়ার সেন্টার ৬০টি আসনের মধ্যে সেপ্টম্বর/২০২৬ মাসে ৪৩টি আসনে শিশু ভর্তি হয়েছে এবং ১৭টি আসন ফাঁকা রয়েছে। প্রতিদিনি গড় উপস্থিতি - ৩৫ জন, (৫) কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধা জেলায় ৮১টি ইউনিয়নে ৮১টি এবং ০৪ টি পৌরসভায় ০৫টি মোট ৮৬টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব চালু রয়েছে। ৮৬টি কিশোর-কিশোরী ক্লাবে প্রতি সপ্তাহে ০২দিন করে (শুক্রবার ও শনিবার) ক্লাবের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৬) মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় সেপ্টম্বর/ ২০২৬ মাসে সার্ভিস চার্জসহ ১,৪০,৪৭৫/৩০ টাকা ঋণের কিস্তি আদায় করা হয়েছে। উপজেলা ভিত্তিক ঋণের কিস্তি আদায়ের তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রম	উপজেলার নাম	আসল	সার্ভিস চার্জ	মোট
১	গোবিন্দগঞ্জ	২১৭৮৬/	১০৮৯/৩০	২২৮৭৫/৩০
২	ফুলছড়ি	১২৫০০/-	৬২৫/-	১৩১২৫/-
৩	পলাশবাড়ী	৯৮০০০/-	৪৯০০০/-	১০২৯০০/-
৪	সুন্দরগঞ্জ	১৫০০/-	৭৫/-	১৫৭৫/-
সর্বমোট		৫০৪০০/	১৩৩৭৮৬/	৬৬৮৯/৩০

২৮। জেলা পরিসংখ্যান অফিস, গাইবান্ধা।	উপপরিচালক, জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, (১) সারা দেশের ন্যায় গাইবান্ধা জেলায় 'ব্যক্তি ও খানা পর্যায়ে জেলা ভিত্তিক (ICT) ব্যবহারের সুযোগ ও প্রয়োগ পরিমাপ' প্রকল্পের অধীনে মাঠ পর্যায়ে ৪র্থ ত্রৈমাসিক এর মূল তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে, (২) ভোক্তার মূল্য সূচক নিরূপণের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান নির্ধারণ ও মূল্যস্ফীতি নির্ধারণের জন্য দরছকের মাধ্যমে	গৃহীত শুমারী কার্যক্রম মানসম্মতভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	উপপরিচালক জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, গাইবান্ধা।

<table>
<tr><th>ক্রম ও বিভাগ</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr><td></td><td>ফুড ও নন ফুড দ্রব্য সামগ্রী এবং সেবা মূল্য সংগ্রহ করার কাজ মাঠ পর্যায়ে ১১/১০/২০২৬ তারিখ থেকে ১৯/১০/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে চলমান থাকবে, (৩) সারা দেশের ন্যায় গাইবান্ধা জেলায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জরিপ ০১/১০/২০২৬ তারিখ হতে ২৫/১০/২০২৬ তারিখ এবং Domestic & Outbound Tourism Survey এর প্রথম ধাপ ০৯/১০/২০২৬ তারিখ থেকে ৩১/১০/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে চলমান থাকবে।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>২৯।
বিআরডিবি, গাইবান্ধা।</td><td>উপপরিচালক, বিআরডিবি, গাইবান্ধার প্রতিনিধি সভায় জানান যে, বিআরডিবির কার্যক্রম:
<table>
<tr><th>বিবরণ</th><th>বছরে আদায়যোগ্য</th><th>মাসে</th><th>বছরে</th><th>ক্রমপুঞ্জিত</th></tr>
<tr><td>পুঁজি গঠন</td><td>৪০.০০ লক্ষ টাকা</td><td>১.৭৫ লক্ষ টাকা</td><td>৫.৩০ লক্ষ টাকা</td><td>১৫৪৮.৩৮ লক্ষ টাকা</td></tr>
<tr><td>প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা</td><td>১১০০.০০ লক্ষ টাকা</td><td>১০২.০৯ লক্ষ টাকা</td><td>২১০.৪৮ লক্ষ টাকা</td><td>১৯৭৬৫.৩৭ লক্ষ টাকা</td></tr>
<tr><td>ঋণ আদায়</td><td>১১০০.০০ লক্ষ টাকা</td><td>৯৯.১৩ লক্ষ টাকা</td><td>২১৫.০৯ লক্ষ টাকা</td><td>১১৩৫৮.০০ লক্ষ টাকা</td></tr>
<tr><td>কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ আদায়</td><td>৩৩.৮৫ লক্ষ টাকা</td><td>০.১৫ লক্ষ টাকা</td><td>৫০২০ লক্ষ টাকা</td><td>৩৫০.৮৪ লক্ষ টাকা</td></tr>
</table>
(১) গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পটি ৩০/০৬/২০২৩ তারিখ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে এটি গাইবান্ধা জেলায় ০৭টি উপজেলায় কর্মসূচি আকারে চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ২য় পর্যায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তার মাধ্যমে ১৭৮০০ জন সুফলভোগীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে, (২) গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের আওতায় one Village One Product মডেলে স্থাপিত পণ্য ভিত্তিক ২২টি পল্লীর উৎপাদন ও মার্কেট লিংকেজ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।</td><td>ঋণ আদায়ের হার আরও বৃদ্ধি করতে হবে।</td><td>উপপরিচালক বিআরডিবি গাইবান্ধা।</td></tr>
</table>

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৩০। উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, গাইবান্ধা।	উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, গাইবান্ধার প্রতিনিধি সভায় জানান যে, গাইবান্ধা জেলায় নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ উন্নয়নে মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পে প্রাক-প্রাথমিক ৪৪০টি, সহজ কোরআন শিক্ষা-৬৭৭টি এবং বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র-১২টি, সর্বমোট ১১২৯টি কেন্দ্র আছে। কেন্দ্রগুলো নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রয়েছে। গাইবান্ধা জেলায় দারুল আরকাম ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ১৪টি বিদ্যমান রয়েছে। মাদ্রাসাগুলো পরিদর্শন অব্যাহত রয়েছে।	গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, গাইবান্ধা।
৩১। জেলা শিক্ষা বিভাগ, গাইবান্ধা।	জেলা শিক্ষা অফিসার, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেন অপ্রীতিকর ঘটনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য ইএমআইএস এর আওতায় আইএমএস তথ্য হালনাগাদ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মাধ্যমিক/ নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের নতুন এমপিও, উচ্চতর স্কেল, বিএড স্কেল, এমপিও হতে নাম কর্তন, সংশোধনী আবেদন অনলাইনে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। জেলা শিক্ষা অফিস ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে কর্মরত সকল কর্মকর্তাদের নিয়ে নিয়মিত পাঠদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অব্যাহত রয়েছে। ৫৩তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতি-২০২৬ প্রতিযোগিতা কার্যক্রম চলমান। জেলা শিক্ষা অফিস হতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ক ইন হাউজ প্রশিক্ষণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউট ও গার্ল গাইড দল গঠন কার্যক্রম চলমান আছে। বাল্যবিবাহ রোধ ও মাদক দ্রব্যের কুফল সম্পর্কে শিক্ষক ও অভিভাবক, ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(১) শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। (২) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউট ও গার্ল গাইড দল গঠন করতে হবে। (৩) বাল্যবিবাহ রোধ ও মাদক দ্রব্যের কুফল সম্পর্কে শিক্ষক ও অভিভাবক, ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম সভা আয়োজন করতে হবে।	জেলা শিক্ষা অফিসার, গাইবান্ধা।
৩২। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, গাইবান্ধা।	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কুল ফিডিং কার্যক্রম (গাইবান্ধা সদর ও পলাশবাড়ী উপজেলা): প্রকল্প শুরু: ২৮/১২/২০২৫, প্রকল্প শেষ হওয়ার তারিখ: ৩১/১২/২০২৭। জেলার	(১) স্কুল ফিডিং কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। (২) শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, গাইবান্ধা।

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	দুইটি উপজেলা পলাশবাড়ী ও গাইবান্ধা সদরের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	বিদ্যালয়সমূহ মনিটরিং করতে হবে। (৩) নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৩৩। পিটিআই, গাইবান্ধা।	সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, পিটিআই এ পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকগণের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি) শিক্ষাবর্ষ: জানুয়ারি - অক্টোবর-২০২৬ সেশনের প্রশিক্ষণার্থীগণের পাঠদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	গৃহীত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	সুপারিটেনডেন্ট পিটিআই, গাইবান্ধা।
৩৪। জেলা সঞ্চয় অফিস/ ব্যুরো, গাইবান্ধা।	সহকারী পরিচালক, জেলা সঞ্চয় অফিস/ব্যুরো, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, জেলা সঞ্চয় অফিস/ ব্যুরো, গাইবান্ধার চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ৫০ কোটি, ০৮ লক্ষ টাকা মাত্র। সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ মাসে বিনিয়োগের পরিমাণ-০২ কোটি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মাত্র। বিনিয়োগকারীর সংখ্যা ৩৭ জন এবং সেপ্টেম্বর/২০২৬ পর্যন্ত বিনিয়োগের পরিমাণ ০৫ কোটি ৩০ লক্ষ ২০ হাজার টাকা মাত্র। বর্তমানে ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে সঞ্চয়পত্র ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ অটোমেশন (ইএফটি) এর মাধ্যমে চলমান রয়েছে। যার মাসিক ও ত্রৈমাসিক মুনাফা সম্মানিত বিনিয়োগকারীগণের কাঙ্ক্ষিত ব্যাংক হিসেবে জমা হচ্ছে এবং জমা সংক্রান্ত তথ্যাদি মুঠোফোনে ক্ষুদেবার্তার মাধ্যমে পাচ্ছেন যা ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে মাইল ফলক হিসেবে কাজ করছে। সঞ্চয় পত্রে সমন্বিত বিনিয়োগের পরিমাণ একক নামে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা এবং যুগ্মনামে ১ (এক) কোটি টাকা করা হয়েছে। ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন ট্যাক্স সার্টিফিকেট লাগে না। ১০ লক্ষ টাকা অতিক্রম করলে আয়কর রিটার্ন জমার প্রাপ্তি স্বীকার পত্র লাগে।	(১) বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি সরকারি দপ্তরের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। (২) বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সহকারী পরিচালক, জেলা সঞ্চয় ,অফিস গাইবান্ধা।
৩৫। জেলা তথ্য অফিস, গাইবান্ধা।	জেলা তথ্য অফিসার, গাইবান্ধার প্রতিনিধি সভায় জানান যে, প্রচার (মাইকিং): ডেঙ্গু বিষয়ক বিশেষ প্রচার- ১৮ ইউনিট, মোট সড়ক প্রচার করা হয় ২২ ইউনিট, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ২৩টি, পিএই কভারেজ ১২টি, নারী সমাবেশ - ০২টি, ফ্যামিল সমাবেশ-০১টি, উঠান বৈঠক ০৪টি, কমিউনিটি সভা ০৩টি।	সকল দপ্তরের সাথে যোগাযোগ স্থাপনপূর্বক নিয়মিত প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে।	জেলা তথ্য অফিসার, গাইবান্ধা।
৩৬। জেলা নির্বাচন অফিস, গাইবান্ধা।	জেলা নির্বাচন অফিসার, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, গাইবান্ধায় জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং. আওতাধীন উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়ে প্রতিদিন নতুন ভোটার নিবন্ধন, ভোটার স্থানান্তর ও জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান	গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	জেলা নির্বাচন অফিসার, গাইবান্ধা।

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	রয়েছে। সেপ্টেম্বর/২০২৬ মাসে জেলা নির্বাচন অফিস, গাইবান্ধায় ১৫৪টি ও উপজেলা নির্বাচন অফিসে ৫৩৫টিসহ মোট ৬৮৯টি জাতীয় পরিচয় পত্র সংশোধনের আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং স্মার্ট কার্ড বিতরণ করা হয়েছে ৪০৩টি। এছাড়াও প্রতি শনিবার ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের অংশ হিসেবে অফিসে নিয়মিত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।		
৩৭। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস, গাইবান্ধা।	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা-কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় প্রতি নির্বাচনী আসনভিত্তিক ২৫,০০,০০০/- টাকা হারে মোট ১,২৫,০০,০০০/- টাকা, চাল ২৫.০০০ মে.টন হারে ১২৫.০০০ মে.টন, গম ২৫.০০০ মে.টন হারে ১২৫.০০০ মে.টন এবং গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় প্রতি নির্বাচনী আসনভিত্তিক ২০,০০,০০০/- টাকা হারে মোট ১,০০,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত বরাদ্দের বিপরীতে প্রকল্প গ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও মানবিক সহায়তাসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(১) বরাদ্দকৃত কাবিটা-কাবিখা, টিআর কর্মসূচি দ্বারা বিধি মোতাবেক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। (২) শীতের জন্য আগাম শীতবস্ত্র বরাদ্দ আনতে হবে।	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, গাইবান্ধা।
৩৮। রংপুর সুগার মিলস লিঃ, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রংপুর সুগার মিলস লিঃ, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, মিলের আখ মাড়াই কার্যক্রম স্থগিত থাকায় মিলের অধীন সাহেবগঞ্জ কৃষি খামারের জমি ও পুকুর অবৈধভাবে দখল, অবৈধভাবে জমি কেটে নিয়ে যাওয়া, অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগের মাধ্যমে সেচ কার্য পরিচালনা করছে।	অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণসহ গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রংপুর সুগার মিলস লিঃ
৩৯। বিসিক, গাইবান্ধা।	সহকারী মহাব্যবস্থাপক, বিসিক, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, (১) বিসিক ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ১০টি নিবন্ধন প্রদান করা হয়। ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে মোট ২৩, মাঝারী-০টি, ক্ষুদ্র-১১টি ও কুটির ১২টি, (২) ঋণ বিতরণ সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ মাসের ০৮ জন, টাকা ১৬.০০০ লক্ষ (২০২৬-২৭ অর্থবছরে মোট ১৪ জন, টাকা-৩৯.০০ লক্ষ), (৩) উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণ প্রদান ০০টি ও প্রশিক্ষণার্থী-০০ জন), (৪) বিসিক শিল্পনগরীর বাস্তবায়নাধীন শিল্প ইউনিটসমূহ চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে (শিল্প নগরীতে চালু শিল্প ইউনিট - ৪৩ টি ও বাস্তবায়নাধীন - ০৯টি), (৫) বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প ইউনিটগুলো সার্ভিস	(১) উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে। (২) বন্ধ ইউনিটসমূহ চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৩) বিসিক অনলাইন মার্কেট উদ্যোক্তাদের পণ্যের প্রচার বৃদ্ধি করতে হবে।	এজিএম, বিসিক, গাইবান্ধা।

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	চার্জ আদায় ও তদারকি চলমান, (৬) বিসিক অনলাইন মার্কেট উদ্যোক্তাদের পণ্যের প্রচার চলমান রয়েছে।		
৪০। পাট অধিদপ্তর, গাইবান্ধা।	পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা, পাট অধিদপ্তর, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, (১) পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ বাস্তবায়নের নিমিত্ত সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ মাস ০১টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ৫,৫০০/- টাকা জরিমান আদায় করা হয়েছে। হাট-বাজারে প্রচার/প্রচারণা ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা চলমান রয়েছে, (২) পাট বাজারজাতকরণে চাষীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে, (৩) পাট আইন, ২০১৭ বাস্তবায়নে নিয়মিত হাটবাজার, পাটকল, চালকল, পাটের মজুদ পরিদর্শন ও উদ্বুদ্ধকরণের কাজ জনস্বার্থে অব্যাহত রয়েছে।	(১) পাটজাত পণ্য ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত হাট-বাজার, পাটকল ও চালকলে তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে। (২) পাট আইন ২০১৭ বাস্তবায়নে নিয়মিত হাটবাজার, পাটকল, চালকল, পাটের মজুদ পরিদর্শন ও উদ্বুদ্ধকরণের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।	পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা, গাইবান্ধা।
৪১। শিশু একাডেমি, গাইবান্ধা।	জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, গাইবান্ধা জেলা শাখার আওতায় ২০২৬ সালের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্সে সংগীত - ১৪ জন, নৃত্য-২৭ জন, চিত্রাঙ্কন - ৩০ জন, আবৃত্তি-২৩ জন ও সুন্দর হাতের লেখা-২৫ জন মোট ১১৯ জন ছাত্র/ছাত্রী নিয়ে ০৫টি বিভাগে সপ্তাহে ০২(দুই) দিন সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শিশু বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি ২০২৬ সালের জন্য শিশু বিকাশ ও প্রাথমিক ০২টি কেন্দ্রে ভর্তিকৃত ৬০ জন শিক্ষার্থীর পাঠদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, গাইবান্ধা জেলা শাখায় শিশুদের পড়ার উপযোগী লাইব্রেরি রয়েছে। এখানে শিশু একাডেমির প্রকাশিত 'শিশু পত্রিকা এবং শিশুদের পড়ার উপযোগী বই আছে। বই পড়ার কার্যক্রমের সাথে বই ও শিশু পত্রিকা অফিস থেকে বিক্রয় করা হয়।	সংগীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি ও হাতের সুন্দর লেখা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে।	জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, গাইবান্ধা।
৪২। শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, গাইবান্ধা	মেডিকেল অফিসার, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, গাইবান্ধার প্রতিনিধি সভায় জানান যে, সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ মাসে ৩৩৩ জন শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের বিনোদনমূলক সেবা, ১৯০ জন শ্রমিককে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে (চিকৎসা কর্মকর্তার পদটি শূন্য থাকায় চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ রয়েছে)। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক অসচ্ছল শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। আর্থিক সেবার আবেদন ফরম অত্র দপ্তর হতে সরবরাহ করা হয় এবং ফরমপূরণে সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত/ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিক/	গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	মেডিকেল অফিসার, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, গাইবান্ধা।

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	কর্মচারীদের শ্রম আইন বিষয়ক শ্রমিক প্রশিক্ষণ করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিদিন ৩০০/০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা ও সামগ্রী প্রদান করা হয়। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে অদ্যাবধি ৩৫ জন শ্রমিককে শ্রম আইনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চিকিৎসা কর্মকর্তা না থাকায় শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা ব্যাহত হচ্ছে। বিষয়টি শ্রম অধিদপ্তরে জানানো হয়েছে।		
৪৩। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, গাইবান্ধা।	উপ-সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, গাইবান্ধা, গোবিন্দগঞ্জ, সাঘাটা, ফুলছড়ি, পলাশবাড়ী, সাদুল্লাপুর ও সুন্দরগঞ্জ ফায়ার স্টেশনের অপারেশনাল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ খ্রি: মাসে মোট অগ্নিকান্ড - ১৬টি, আনুমানিক ক্ষতি - ৬৬,০০০/- টাকা, আনুমানিক উদ্ধার - ৬,৫০,০০০/- টাকা, সড়ক দুর্ঘটনা - ১৩টি, আহত- ১১ জন, নিহত- ০৩ জন, নৌ দুর্ঘটনা - ০০ টি, অন্যান্য দুর্ঘটনা - ০৩টি, আহত-০ জন নিহত উদ্ধার - ০ জন, পানিতে ডুবে মৃত্যুর সংখ্যা -০২ জন, মোট প্রশিক্ষণ - ১০ টি, মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা - ৩২৫ জন, মোট মহড়া - ২৪টি, মোট গণসংযোগ - ০০টি। হাট-বাজার শপিংমল, বিপণি বিতান পরিদর্শনের সংখ্যা - ০ টি, এ্যাম্বুলেন্স কলের সংখ্যা-০৭টি।	(১) জেলার যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। (২) জেলার সকল বাজার, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও স্থানে ফায়ার সার্ভিসের ফোন নম্বর প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।	উপ-সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, গাইবান্ধা।
৪৪। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, গাইবান্ধা।	সহকারী পরিচালক, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের অধীন ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে গাইবান্ধা জেলায় ১০৩টি শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে ৭০টি প্রাক-প্রাথমিক, ১৩টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) এবং ২০টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিশুদের সাধারণ শিক্ষাসহ ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষাদানপূর্বক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী করে তৈরি, ১৩টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) এবং ২০টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১০ থেকে তদূর্ধ্ব বয়সের শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ধর্মীয় নৈতিকতা সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০২৬ সমাপ্ত হলেও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের চলমান কেন্দ্রগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে।	সহকারী পরিচালক, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা, গাইবান্ধা।
৪৫। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, গাইবান্ধা।	প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (১) অটিজম	(১) গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। (২) এনডিডি বিষয়ে	প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা,

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	ও এনডিডি কর্ণার হতে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার শিশুদের থেরাপি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আলোচ্য মাসে সেবা গ্রহিতা- ২৫৩৭ জন। তন্মধ্যে পুরুষ-১২০৫ জন, মহিলা- ৩৯১ জন এবং ছেলে শিশু- ৫৪৮ জন, মেয়ে শিশু ৩৯৩ জন।	জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।	গাইবান্ধা।
৪৬। সরকারি গণগ্রন্থাগার, গাইবান্ধা।	লাইব্রেরিয়ান, সরকারি গণগ্রন্থাগার, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, (১) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা থেকে সরবরাহকৃত ১,০৫০টি নতুন পুস্তক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করে পাঠ কক্ষে দেয়া হয়েছে, (২) দেশব্যাপী ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি প্রকল্প গাইবান্ধা জেলার বিভিন্ন স্পটে বই পড়া কার্যক্রম চলমান রয়েছে, (৩) পুস্তক, লেনদেন সদস্য সংখ্যা-২০০ জন (৪) ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের সাপ্তাহিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	লাইব্রেরিয়ান, সরকারি গণগ্রন্থাগার, গাইবান্ধা।
৪৭। জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস, গাইবান্ধা।	জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, (১) ২০২৫-২০২৬ মৌসুমে সরকারি ও বেসরকারি বোরো বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ২৬টি। বোরো বীজ উৎপাদন প্লটের আবাদে সর্বমোট পরিমাণ ছিল ১০৭৫.২২ হেক্টর। তন্মধ্যে মাঠ প্রত্যয়ন দেওয়া হয়েছে ৮৪১.৮৬ হেক্টর জমির এবং বীজের প্রত্যয়ন ৩৫২৬.৮ মেট্রিক টন। উল্লেখযোগ্য জাতসমূহ: ব্রি ধান-২৮, ব্রি ধান-২৯, ব্রি ধান-৫৮, ব্রি ধান-৮৯, ব্রি ধান-৮৮, ব্রি ধান-৯৪, ব্রি ধান-৯২, ব্রি ধান-৯৫, ৯৬, ব্রি ধান-১০০, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৭, ১০৮ ইত্যাদি। লট স্থানান্তরের পরে বাকি বেসরকারি ১৮টি কোম্পানির ১৩২টি বীজের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরীক্ষাগারে প্রেরণ করা হয়েছে, (২) ২০২৬-২০২৭ মৌসুমে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আমন বীজ উৎপাদনের আবেদন করেছে ২১টি প্রতিষ্ঠান। বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা এবং আবাদকৃত জমির পরিমাণ ৪৬৫.৫৯ হেক্টর, (৩) ২০২৫-২০২৬ উৎপাদন বর্ষে সরকারি ও বেসরকারি আলু বীজ উৎপাদনকারী ০৪টি প্রতিষ্ঠানের ৭৩.৯৬ হেক্টর বীজ উৎপাদন প্লটের মাঠ প্রত্যয়ন এবং ১৯২১.১০ মেট্রিক টন আলুর বীজ প্রত্যয়ন দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ০১টি আলু বীজ কোম্পানির প্রসেসিং সেন্টার গাইবান্ধায় না থাকায় অন্য জেলায় লট স্থানান্তরিত হয়েছে। এছাড়া ০৫টি বেসরকারি কোম্পানির আলু বীজ লট স্থানান্তরের ভিত্তিতে অন্য জেলা হতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাইবান্ধা অফিসে এসেছে, (৪) বেসরকারি আউশ বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা-০২টি। আবাদকৃত জমি-১৭.১০ হেক্টর এর মধ্যে	(১) বীজ উৎপাদনকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ফসলের মাঠসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে। (২) বাজার মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। (৩) প্রত্যায়িত বীজ প্যাকেটজাত করার সময়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, গাইবান্ধা।

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	২ বার মাঠ ভিজিট সাপেক্ষে ১৫.৬০ হেক্টর জমির মাঠ প্রত্যয়ন প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যাশিত আউশ ধান বীজ উৎপাদন ৬৯.২৪ মেট্রিক টন, (৫) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে গাইবান্ধা জেলার ০৭টি উপজেলায় ১৫০টি দোকানে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তার মধ্যে ৮৪টি দোকানে বিভিন্ন অনিয়মের কারণে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে (স্থানীয় প্রশাসন ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহায়তায়) আর্থিক জরিমানা করা হয় এবং ৫২টি দোকান থেকে বীজের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়। চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে জুলাই মাসের ১ তারিখ হতে অদ্যাবধি ৪৫টি দোকানে বাজার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তার মধ্যে ২৪টি দোকানে বিভিন্ন অনিয়মের কারণে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আর্থিক জরিমানা করা হয়। শুধু সেপ্টেম্বর/২৬ মাসে ১৮টি দোকানে বাজার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তার মধ্যে ০৬টি দোকানে বিভিন্ন অনিয়মের কারণে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আর্থিক জরিমানা করা হয়, (৬) নতুন বীজ ডিলার নিবন্ধন ও পুরাতন বীজ ডিলার লাইসেন্স নবায়নের জন্য প্রত্যয়ন পত্র প্রদান।		
৪৮। জেলা আনসার ও ভিডিপি, গাইবান্ধা।	জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, গাইবান্ধা অনুপস্থিত থাকায় আলোচনা করা সম্ভব হয়নি।	নিয়মিত জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতে হবে।	জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, গাইবান্ধা।
৪৯। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, গাইবান্ধা।	সহকারী পরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, গাইবান্ধা কর্তৃক সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ মাসে ১০টি বাজার তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এতে ২৩টি অভিযোগের বিপরীতে ৮১,০০০/- টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সংবলিত লিফলেট ও পাম্পলেট, ভোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ভোক্তার অধিকার অধিকার ও ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্য ও অপরাধ এবং দন্ড সম্পর্কে উপস্থিত জনগণকে অবহিত ও সচেতন করা হয়।	নিয়মিত বাজার মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	সহকারী পরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, গাইবান্ধা।
৫০। জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, গাইবান্ধা।	নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ মাসে হোটেল-রেস্তোরাঁ ও বেকারি মনিটরিং- ১৫ টি, পাইকারি ও খুচরা বাজার মনিটরিং- ০৫টি, মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালনা- ০৯টি, নমুনা সংগ্রহ	(১) নিয়মিত হোটেল, রেস্তোরাঁ, কাঁচা বাজার, খুচরা ও পাইকারী বাজার মনিটরিং আরো জোরদার করতে হবে। (২) নিয়মিত অভিযান	নিরাপদ খাদ্য অফিসার, গাইবান্ধা।

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	করে প্রধান কার্যালয় প্রেরণ করা হয়- ০২টি, মিনি ল্যাবের নমুনা পরীক্ষা করা হয় ১৭টি, আগস্ট/ ২০২৬ মাসে মোবাইল ল্যাবের মাধ্যমে নমুনা পরীক্ষা করা হয়- ২৮টি, দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকগণের সাথে সভা- ০১টি, নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক স্কুল কর্মসূচি- ০১টি, সচেতনতামূলক কর্মসূচির অংশ হিসাবে ৪০০টি পোস্টার এবং ৬০০টি লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।	পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
৫১। কৃষি বিপণন অফিস, গাইবান্ধা।	কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, গাইবান্ধার প্রতিনিধি সভায় জানান যে, বাজার সংক্রান্ত : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাজার মনিটরিং কাজ চলমান রয়েছে। অন্যান্য পণ্যের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, গাইবান্ধার এর ০২টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এসএসিপি রেইন্স প্রকল্পের মাধ্যমে ২ জনকে ম্যাচিং গ্রান্টের শস্য মাড়াইকরণ যন্ত্র প্রদান করা হয়েছে।	দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করতে হবে।	কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, গাইবান্ধা।
৫২। ঔষধ প্রশাসন, গাইবান্ধা।	ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, ঔষধ প্রশাসন, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ মাসে জেলার বিভিন্ন স্থানের বাজার এলাকায় ২৬৩টি ফার্মেসী পরিদর্শন করা হয়েছে। এন্টিবায়োটিক এর যৌক্তিক ব্যবহার এবং এন্টিবায়োটিক বিক্রয় রেজিস্টার মেইনটেইন বিষয়ে এবং তাপ সংবেদনশীল আই ড্রপ/ইনসুলিন/ ভ্যাক্সিন/অক্সিটক্সিন ইনজেকশন ২-৮° ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফ্রিজে সংরক্ষণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আনরেজিস্টার্ড, নকল, ভেজাল ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয় প্রতিরোধে যথাযথ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ বিষয়ে ঔষধ ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন কোম্পানি প্রতিনিধির সাথে ০৩টি সচেতনতামূলক আলোচনা সভা করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ মাসে ঔষধ উৎপাদনকারী ০৩টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে। পোস্ট মার্কেটিং ভিজিলেন্স কার্যক্রম হিসেবে ০৫টি ঔষধের নমুনা গুনগতমান পরীক্ষার জন্য ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি, মহাখালী, ঢাকায় প্রেরণ করা হয় এবং ০৬টি ঔষধের নমুনার গুণগতমান বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুর এর মিনিল্যাবে পরীক্ষা করা হয়। নকল, ভেজাল ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয় প্রতিরোধে ০৩টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ০৭টি মামলা হতে ১৪,০০০/০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এ মাসে মোট ড্রাগ লাইসেন্স নবায়নের সংখ্যা -৪০টি এবং নতুন ০টি ড্রাগ লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। প্রাপ্ত ট্রেজারি চালান/ রাজস্ব এর পরিমাণ ৬০,৭০০/- টাকা।	(১) নিয়মিত ফার্মেসী পরিদর্শন করতে হবে। (২) আনরেজিস্টার্ড, নকল, ভেজাল ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয় প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সভা বৃদ্ধি করতে হবে। (৩) প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ফার্মাসিস্টদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।	ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, ঔষধ প্রশাসন, গাইবান্ধা।
৫৩। উপানুষ্ঠানিক	সহকারী পরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা	গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	সহকারী পরিচালক,

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
শিক্ষা ব্যুরো, গাইবান্ধা।	ব্যুরোর অধীনে জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, গাইবান্ধা কর্তৃক পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর বিশেষ কার্যক্রম ''কার্যকর সাক্ষরতা ও ব্যবহারিক কর্মদক্ষতা প্রশিক্ষণ'' (প্রাক বৃত্তিমূলক পর্যায়) কর্মসূচির আওতায় ১৪ বছর হতে ২৪ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী তরুণ-তরুণী যারা অষ্টম শ্রেণি পাস করার পূর্বেই ঝরে পড়েছে এবং কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষা কেজ যুক্ত না থাকা তরুণ-তরুণীদের আত্মনির্ভরশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টির করার লক্ষ্যে ০৪টি ট্রেডে ৮০ জন প্রশিক্ষনার্থীর চূড়ান্ত মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে।		উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, গাইবান্ধা।
৫৪। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, গাইবান্ধা।	উপপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, গাইবান্ধা জেলার মাদকপ্রবণ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ও মাদক পাচারের রুটসমূহে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অবৈধ মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। নিয়মিত মামলার পাশাপাশি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত হয়েছে। সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ মাসে জেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ১৩৭টি অভিযান পরিচালনা করে নিয়মিত ০৮টি এবং মোবাইল কোর্ট ২৬টি মামলা দায়ের করা হয়। সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ মাসের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক অবৈধ মাদকদ্রব্য গাঁজা- ১.২০০ কেজি, টাপেন্টাডল ৩১ পিস, ইয়াবা ২২৩৪ পিস, হিরোইন -০৯ গ্রাম, চোলাই মদ- ১০ লিটার, মটর সাইকেল ১টি, মোবাইল ফোন- ০২টি, নগদ অর্থ -৬২০০/- টাকা উদ্ধার ও জব্দ করা হয়েছে। ৫,৭০,৮৭০/-- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। মাদকবিরোধী অভিযানের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ০২টি এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ০২টি মাদকবিরোধী আলোচনা সভা, মাদক বিরোধী ফুটবল খেলা, লিফলেট, এক্রিলিক পিভিসি বোর্ড, মাদকবিরোধী প্রচারণা সংবলিত খাতা, কলম ও জ্যামিতি বক্স বিতরণ করা হচ্ছে।	(১) জেলায় মাদকের ভয়াবহতা রোধকল্পে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করতে হবে। (২) মাদক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচনা সভা বৃদ্ধি করতে হবে।	উপপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, গাইবান্ধা।
৫৫। জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস, গাইবান্ধা।	সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, অক্টোবর/২০২৪ মাস হতে ০৩(তিন) দিনের Pre Departure Orientation প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ মাসে ৮০০ জনসহ মোট অক্টোবর/ ২০২৪ হতে সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ পর্যন্ত মোট ৪৭৫২ জন বিদেশগামী কর্মীকে	গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, গাইবান্ধা।

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সনদপত্র করা হয়েছে। এ জেলায় বিদেশগামী কর্মীদের ফিঙ্গার প্রিন্ট গত ২৭/০৫/২০১৮ তারিখ হতে শুরু হয়ে সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ পর্যন্ত মোট ৪৬১৯০ জনের গ্রহণ করা হয়েছে। শুধুমাত্র সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ মাসে মোট রেজিস্ট্রেশন হয়েছে ৭৮৯ জন। অক্টোবর/২০২৪ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৬ পর্যন্ত এ অফিসে মোট ৩৫টি অভিযোগ জমা হয়েছে। অভিযোগসমূহের বিষয়ে শুনানী করে জনশক্তি ব্যুরো, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর/২০২৬ মাসে ০৭টি অভিযোগসহ জনশক্তি ব্যুরো, ঢাকা হতে ৭২টি অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। অভিযোগসমূহের মধ্যে ৬৫টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অন্যান্য অভিযোগসমূহ মতামতসহ নিষ্পত্তির জন্য ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে। গণ উন্নয়ন কেন্দ্র এবং আরডিআরএস এর সহযোগিতায় বৈধপথে বিদেশ গমনের বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ তৃণমূল পর্যায়ে ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারের মাধ্যমে পোস্টার, লিফলেট, ব্রশিয়ার বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। অত্র দপ্তর হতে বিদেশগামী এবং বিদেশ ফেরত ও বিদেশে মৃত্যুজনিত কারণে মৃতের ওয়ারিশদের সেবা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।		
৫৬। জেলা সমবায় অফিস, গাইবান্ধা।	জেলা সমবায় অফিসার, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, উন্নতজাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জেলার সাঘাটা ও সাদুল্লাপুর উপজেলায় যথাক্রমে সাঘাটা উপজেলায় (১) ভাঙ্গামোড় নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ও (২) কুখাতাইড় নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ নামে ০২টি এবং সাদুল্লাপুর উপজেলায় (১) কেশালীডাঙ্গা নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ও (২) উত্তর দামোদরপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ নামে ০২টি করে মোট ০৪টি সমবায় সমিতির ঋণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত সমবায় সমিতির মাধ্যমে ৪৩৩ জন মহিলা সমবায়ীকে গাভী পালনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ক্রমপুঞ্জিভূতভাবে ৬.৭৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। চলতি মাসে ৭.১৪ লক্ষ টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২.৮১ কোট টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে। প্রকল্পের সদস্যগণ উক্ত ঋণের টাকা দিয়ে উন্নত জাতের গাভী ক্রয় করেন। গাভী ক্রয়ের পর ০১ বছর গ্রেস পিরিয়ড থাকে। এই ০১ বছর পর গাভী বাচ্চা প্রসব করার পর সদস্যগণ দুধ বিক্রি	গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	জেলা সমবায় অফিসার, গাইবান্ধা।

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	করে ঋণের টাকা পরিশোধ করেন। সদস্যদের মাঝে এখন পর্যন্ত মোট গরুর সংখ্যা ১৮১৯টি। প্রকল্পের অধীন বিভিন্ন ট্রেডে ৪১৩ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২৪৯ জন সদস্যের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।		
৫৭। ইন্সটিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (আইএলএসটি, গাইবান্ধা।	অধ্যক্ষ, ইন্সটিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (আইএলএসটি), গাইবান্ধা সভায় অনুপস্থিত থাকায় আলোচনা করা সম্ভব হয়নি।	নিয়মিত জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতে হবে।	অধ্যক্ষ, আইএলএসটি, গাইবান্ধা।
৫৮। আঞ্চলিক প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার (এফডিআইএ, গাইবান্ধা।	প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, আঞ্চলিক প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার, গাইবান্ধায় আগস্ট/ ২০২৬ মাসে ২৭২ টি গোবর, ১৬১ টি রক্তের নমুনা এবং ০৩ টি পোস্টমর্টেম এবং ০৩ টি অন্যান্য পরীক্ষা করা হয়।	গৃহীত প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণা কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার, গাইবান্ধা।
৫৯। বন বিভাগ, গাইবান্ধা।	সহকারী বন সংরক্ষক, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, (১) ২০২৫-২৬ আর্থিক সালে গাইবান্ধা এস.এফ.এন.টি.সি'র আওতায় গাইবান্ধা সদর উপজেলায় পরিচালন ব্যয়খাতে ১০.০ সিডলিং কি.মি. অর্থাৎ ১০,০০০ টি চারা শহর রক্ষা বাঁধের দুই পার্শ্বে চারা রোপন করা হয়েছে। বর্তমানে বাগানটি সফল বাগানে পরিণত হইয়াছে। (২) ২০২৬-২৭ আর্থিক সনে গাইবান্ধা সামাজিক বনায়ন নার্সারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রজাতির চারা উত্তোলনের কাজ চলমান রয়েছে।	গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	সহকারী বন সংরক্ষক, গাইবান্ধা।
৬০। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, গাইবান্ধা।	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, (১) সাঘাটা উপজেলার ০৪টি ইউনিয়নের ইউনিয়ন সহায়িকার খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত কার্যক্রম চলমান রয়েছে, (২) উপজেলা নির্দেশিকার ভিত্তিতে সার সুপারিশ কার্ড প্রদান ৫০টি, (৩) মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার সুপারিশ কার্ড প্রদান ০৫টি, (৪) ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে মাটি পরীক্ষা - ০টি, (৫) উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা ও কৃষকের মাঝে ইউনিয়ন সহায়িকা, উপজেলা নির্দেশিকা, ভেজাল সার শনাক্তকরণ, মাটির নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি, অম্লীয় মাটি ব্যবস্থাপনা এবং সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার বিষয়ক পুস্তক/ লিফলেট প্রদান চলমান রয়েছে। সুষম সার ব্যবহার বিষয়ক ট্রায়াল ০ টি।	গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, গাইবান্ধা।
৬১। জেলা শিল্পকলা	জেলা কালচারাল অফিসার, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, জেলা শিল্পকলা একাডেমি,	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	জেলা কালচারাল

<table>
<tr><th>ক্রম ও বিভাগ</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr><td>একাডেমি, গাইবান্ধা।</td><td>গাইবান্ধায় সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, চারুকলা ও তবলা বিষয়ে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত ০৭/০৯/২০২৬ জেলা শিল্পকলা একাডেমি সম্মাননা ২০২৫ প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে এবং ৩০/০৯/২০২৬ তারিখ ইউসুফ জুলেখা পালাগান আয়োজন করা হয়েছে।</td><td></td><td>অফিসার, গাইবান্ধা।</td></tr>
<tr><td>৬২। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, গাইবান্ধা।</td><td>সিনিয়র অফিসার, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, গাইবান্ধা এর আওতায় ০৭টি উপজেলায় আগস্ট/ ২০২৬ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায় এবং সঞ্চয় আদায় নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>ক্রঃ</th><th>উপজেলা</th><th>ঋণ বিতরণ (লক্ষ) টাকায়</th><th>ঋণ আদায় (লক্ষ) টাকায়</th><th>সঞ্চয় আদায় (লক্ষ) টাকায়</th></tr>
<tr><td>১</td><td>ফুলছড়ি</td><td>৩৭.২৫</td><td>৪০.৮৮</td><td>২.১৪</td></tr>
<tr><td>২</td><td>গাইবান্ধা সদর</td><td>৮৩.৩৪</td><td>৯১.২৬</td><td>৪.০৯</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>গোবিন্দ গঞ্জ</td><td>১৩৬.৭৩</td><td>১৭৯.১৮</td><td>৬.৮২</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>পলাশ বাড়ী</td><td>৭৭.৯৮</td><td>৯৭.৮০</td><td>৪.৭৬</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>সাদুল্লাপুর</td><td>৪৩.৮৮</td><td>৬৮.৪৮</td><td>৩.১৮</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>সাঘাটা</td><td>৬৪.৬৯</td><td>৮০.০৮</td><td>১.৫৮</td></tr>
<tr><td>৭</td><td>সুন্দরগঞ্জ</td><td>৭৪.৫৭</td><td>৮১.০০</td><td>২.২৫</td></tr>
<tr><td colspan="2">সর্বমোট</td><td>৫১৮.৪৪</td><td>৬৪২.৬৮</td><td>২৪.৮২</td></tr>
</table>
শাখাসমূহের সঞ্চয় আদায়, ঋণ আদায় এবং ঋণ বিতরণ ত্বরান্বিত করতে জেলা কার্যালয় হতে মনিটরিং করা হচ্ছে। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, জেলা কার্যালয় কর্তৃক সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ মাসে গোবিন্দগঞ্জ শাখায় ০১টি, সুন্দরগঞ্জ শাখায় ০১টি ও সাঘাটা শাখা ০১টি করে উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণ করা হয়। উক্ত উঠান বৈঠকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সেবাসমূহ গ্রহণে সদস্যদের সমস্যাগুলো শোনা হয় এবং তা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল শাখাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়। সদস্যদের সঞ্চয় বৃদ্ধিতে নিয়মিত ঋণের কিস্তি পরিশোধে এবং গৃহীত ঋণের সঠিক ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।</td><td>ঋণ বিতরণ ও আদায় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>সিনিয়র অফিসার, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, গাইবান্ধা।</td></tr>
<tr><td>৬৩। জীবন বীমা কর্পোরেশন, গাইবান্ধা।</td><td>সহকারী ম্যানেজার, জীবন বীমা কর্পোরেশন, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক সমস্ত কার্যক্রম যথাযথভাবে চলমান রয়েছে। দপ্তরে চলমান কার্যক্রম: নৌ বীমা, অগ্নিবীমা, মটর বীমা, ইঞ্জিনিয়ারিং বীমাসহ</td><td>গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।</td><td>সহকারী ব্যবস্থাপক, জীবন বীমা কর্পোরেশন, গাইবান্ধা।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্রম ও বিভাগ</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr><td></td><td>বিবিধ বীমা সুবিধা চলমান রয়েছে।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৬৪। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, গাইবান্ধা।</td><td>উপ-ব্যবস্থাপক, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক সমস্ত কার্যক্রম যথাযথভাবে চলমান রয়েছে।</td><td>গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।</td><td>উপ-ব্যবস্থাপক, সাধারণ জীমা কর্পোরেশন গাইবান্ধা।</td></tr>
<tr><td>৬৫। গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা</td><td>অধ্যক্ষ, গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, গাইবান্ধার প্রতিনিধি সভায় জানান যে, গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, গাইবান্ধায় (১) উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা- ১৯৬০ জন, (২) স্নাতক (পাস) শিক্ষার্থীর সংখ্যা- ২৪৬০ জন, (৩) স্নাতক সম্মান ও স্নাতককোত্তর শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা- ৯৬৯৫ জন, (৪) সর্বমোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪,১১৫ জন রয়েছে।</td><td>গৃহীত পাঠদান কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।</td><td>অধ্যক্ষ, গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা।</td></tr>
<tr><td>৬৬। গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ, গাইবান্ধা</td><td>অধ্যক্ষ, গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ, গাইবান্ধা বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিম্নরুপ:
<table>
<tr><th>শিক্ষা বর্ষ</th><th>শ্রেণি</th><th>মোট শিক্ষার্থী</th></tr>
<tr><td>২০২৬-২৭</td><td>একাদশ শ্রেণি</td><td>৪১০ জন</td></tr>
<tr><td>২০২৫-২৬</td><td>দ্বাদশ শ্রেণি</td><td>৪৪০ জন</td></tr>
<tr><td>২০২৪-২৫</td><td>ডিগ্রী পাস ১ম বর্ষ</td><td>৮৮ জন</td></tr>
<tr><td>২০২৩-২৪</td><td>ডিগ্রী পাস ২য় বর্ষ</td><td>১৩০ জন</td></tr>
<tr><td>২০২২-২৩</td><td>ডিগ্রী পাস ৩য় বর্ষ</td><td>১৮৮ জন</td></tr>
</table></td><td>গৃহীত পাঠদান কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।</td><td>অধ্যক্ষ, গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ</td></tr>
<tr><td>৬৭। গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, গাইবান্ধা</td><td>অধ্যক্ষ, গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, গাইবান্ধা সভায় বলেন যে, গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে জেএস, এসএসসি (ভোকেশনাল) কোর্সের ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, নবম ও দশম শ্রেণির ১ম ও ২য় শিফট এবং দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাসসমূহ চলমান রয়েছে। ২০২৬-২৭ শিক্ষা বর্ষের এইচএসসি ভোকেশনাল কোর্সের একাদশ শ্রেণির ভর্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসএসসি (ভোকেশনাল) কোর্সের নবম শ্রেণির বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা ২০২৬ এর ফরম ফিলাপ চলমান রয়েছে।</td><td>গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।</td><td>অধ্যক্ষ, গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, গাইবান্ধা।</td></tr>
<tr><td>৬৮। বিএডিসি (বীজ বিপণন)</td><td>সিনিয়র সহকারী পরিচালক, বিএডিসি (বীবি), গাইবান্ধা সভায় জানান যে, বিএডিসি (বীজ বিপণন), গাইবান্ধায় ২০২৬-২৭ বিতরণ বর্ষে বর্তমানে কোন কার্যক্রম চলমান নাই।</td><td>গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।</td><td>সিনিয়র সহকারী পরিচালক, বিএডিসি (বীবি)</td></tr>
<tr><td>৬৯। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাইবান্ধা।</td><td>সহকারী পরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের অনলাইনে পূরণকৃত আবেদনসমূহ জাতীয় পরিচয় পত্রের যাচাইকৃত তথ্যের</td><td>পাসপোর্ট প্রত্যাশীরা যেন হয়রানির শিকার না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে পাসপোর্ট সেবা অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>সহকারী পরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট</td></tr>
</table>

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	ভিত্তিতে পাসপোর্ট আবেদনসমূহ গ্রহণ করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ পাসপোর্টের জন্য প্রাপ্ত আবেদন ২২৫৮ টি এবং বিতরণকৃত পাসপোর্ট-২৫২৩টি।		অফিস, গাইবান্ধা।
৭০। জেলা রেজিস্ট্রার, গাইবান্ধা।	জেলা রেজিস্ট্রার, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, (১) জেলায় সেপ্টেম্বর/২০২৬ মাসে রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের সংখ্যা-৫১১৭টি, দলিলের অনুলিপি সংখ্যা-৩৮৮৮টি। রেজিস্ট্রেশন ফি-১,৮৭,২৭,০৬৮/- টাকা, নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প-২,৩০,৮২,৩৭১/- টাকা, উৎসে কর-৪,০৯,৮৬,৬৩৪/- টাকা, মূল্য সংযোজন কর-৭,২৮,৬৭৭/- টাকা, স্থানীয় সরকার কর-৪,৯৫,৯৫,৬৪৬/- টাকা, কোর্ট ফি -১,৩৩,৪৯৮/- টাকা, মোট রাজস্ব আদায় ১৩,৪১,৯৮,৬৩৭/- টাকা, (২) গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রি অফিস গত ২৪/০৩/২০২৬ তারিখ হতে উপজেলার উদাখালী ইউনিয়নের কালির বাজার এলাকায় নির্মিত নতুন ভবনে নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালিত হলেও পূর্বের ভাড়ায় চালিত গজারিয়া ইউনিয়নের ফুলছড়ি বাজার অবস্থিবত অফিস হতে স্থানীয় জনগণের বাধার কারণে অদ্যাবধি নবনির্মিত অফিস ভবনে রেকর্ডপত্রাদি স্থানান্তর করা সম্ভব হয় নাই।	গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	জেলা রেজিস্ট্রার, গাইবান্ধা
৭১। জেলা ক্রীড়া অফিস, গাইবান্ধা।	জেলা ক্রীড়া অফিসার, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, সেপ্টেম্বর/২০২৬ মাসে কোন ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়নি। তিনি নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস ২০২৬-২৭ (সিজন-২) বাস্তবায়নের রূপরেখা পাঠ করে শোনান। অতঃপর তিনি বলেন ইউনিয়ন পর্যায়ে আগামী ২৭ অক্টোবর/২০২৬ হতে ০২ নভেম্বর/২০২৬ পর্যন্ত, উপজেলা ও পৌরসভা পর্যায়ে ০৫ নভেম্বর/২০২৬ হতে ৩০ ডিসেম্বর/২০২৬ পর্যন্ত এবং জেলা পর্যায়ে ১০ জানুয়ারি/২০২৬ হতে ২০ জানুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	(১) নতুন কুড়ি স্পোর্টস ২০২৬-২৭ (সিজন-২) আয়োজনের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। (২) গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	জেলা ক্রীড়া অফিসার, গাইবান্ধা।
৭২। পরিবেশ অধিদপ্তর, গাইবান্ধা।	সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, (১) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত রুটিন মোতাবেক ১ম, ২য়, ৩য়, ৫ম ও ৭ম পর্বের পর্ব সমাপনী পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ১০/০৮/২০২৬ তারিখ হতে ব্যবহারিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৫২ জন। কৃষি ডিপ্লামা কোর্সে ভর্তি এসএসসি পরীক্ষা রেজাল্টের পরপরই আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রচারের জন্য ৪০০০ টি লিফলেট ছাপানো হয়েছে। (২) রোপা আমন ধান চাষের নিমিত্তে জমি প্রস্তুত ও রোপনের কার্যক্রম চলছে। শিখন প্লটের জন্য ধানের ২৫টি জাত স্থাপন/ ক্রপ	(১) User Lead Acid Battery (ULAB) জনিত সীসা বিষক্রিয়া রোধে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কারখানার বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন আগামী ০১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। (২) গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, গাইবান্ধা।

ক্রম ও বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	মিউজিয়াম কার্যক্রম চলমান রয়েছে।		
৭৩। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গাইবান্ধা	অধ্যক্ষ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, (১) জুলাই/ ২০২৬ মাসে ৪৪০ জন বিদেশগামী কর্মীদের মাঝে প্রি-ডিপার্চার অরিয়েন্টেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। (২) জুলাই-সেপ্টেম্বর/ ২০২৬ সেশনে ভর্তির নিমিত্তে কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, অটোমেটিভ মেকানিক্স, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, ওয়েল্ডিং, রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং, মেশিন সপ প্রাকটিস, প্লাম্বিং এন্ড প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিং ট্রেডে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। (৩) জুলাই-ডিসেম্বর/২০২৬ সেশনে ভর্তির নিমিত্তে জাপানী ভাষা শিক্ষা কোর্সের ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে, (৩) জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৬ সেশনে ভর্তির নিমিত্তে দেশ-বিদেশ প্রকল্পের আওতায় ড্রাইভিং কোর্স ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে, (৪) SICIP প্রকল্পের আওতায় ০৩টি অকুপেশন শুধুমাত্র মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে, (৫) বিএমইটি এর নির্দেশনা মোতাবেক ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নিয়ে কম্পিউটার অপারেশন ট্রেডের এসএসসি স্পেশাল ব্যাচের ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	অধ্যক্ষ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
৭৫। বিআরটিএ, গাইবান্ধা	সহকারী পরিচালক, বিআরটিএ, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, বিআরটিএ, গাইবান্ধা কর্তৃক জুলাই/ ২০২৬ মাসে রেজিস্ট্রেশন প্রদান- ০ টি, শিক্ষানবীশ ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান- ৪৫১টি, স্মার্ট কার্ড (ড্রাইভিং লাইসেন্স) অফিস কর্তৃক বিতরণ পেশাদান-০১, অপেশাদার-১১টি, স্মার্ট কার্ড ৫৮টি, নম্বর প্লেট-৩৪টি। ফিটনেস নবায়ন প্রাইভেট-১৫টি, বাণিজ্যিক -৩৮টি। রুট পারমিট নবায়ন ০০টি।	গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	সহকারী পরিচালক, বিআরটিএ, গাইবান্ধা

সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৪.১০.২০২৫

(ড. মো: মনিরুজ্জামান)
জেলা প্রশাসক
গাইবান্ধা
ও
সভাপতি
জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি
গাইবান্ধা
ফোন নং ০২-৫৮৮৮৭৭৫০০
e-mail: dcgaibandha@mopa.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৫.৫৫.৩২০০.০২২.০৫.০০১.২২-১৬৯০

তারিখ: ০২ কার্তিক ১৪৩৩ / ১৮ অক্টোবর ২০২৬

সদয় অবগতি/ অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা/ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব/ সচিব.....।
৩. বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৪. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৫. .....(সংশ্লিষ্ট সকল)।
৬ .সহকারী কমিশনারতাঁকে সভার কার্যবিবরণী এ কার্যালয়ের ওয়ে) গাইবান্ধা ,আইসিটি শাখা ,বসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৭. অফিস কপি।

১৮.১০.২০২৬

(ড. মো: মনিরুজ্জামান)
জেলা প্রশাসক